বিচিত্র-বিচার নাটক।

বিদ্যা শ্রেষ্ঠ কি বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ

তাহার জ্বলন্ত উপমা।

(স্বকপোল কল্পিত।)

নবকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা,—৩৭ নং নিমুগোস্বামীর লেন,
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা
৩৯ নং সিমুলীয়া ষ্ট্রীট—জ্ঞান-প্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীবিমলাচরণ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।
১৮১০ শক।

প্রকাশকের বক্তব্য।

এই "বিচিত্র-বিচার" আধুনিক রুচির অনুমোদিত না হইলেও ইহা যে একখানি সুখ পাঠ্য আমোদময় নাটক, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। পুরাতন নাট্যরস, পুরাতন ভাবের সঙ্গীত, ও প্রবীনগণের অর্দ্ধ পাঁচালী মিশ্রিত কাব্যময় নাটক যে এখন সম্পূর্ণরূপে নূতন ভাবময় তাহা বোধ-হয় বলা অনাবশ্যক।

পূজ্যপাদ ৺ নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই ভাবে ইহা বিরচিত করিয়াছেন, আর তাঁর "নন্দবিদায়" "নরমেধ যজ্ঞ" প্রভৃতি নানা কাব্যেও তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রাচীন রসোচ্ছাস বজায় রাখিবার জন্য "বিচিত্র বিচার নাটক" বঙ্গ সমাজে প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে সাধারণের উৎসাহ পাইলে আমি আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিব। নিবেদন ইতি।

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য।

পুঃ——ইহা রীতিমত রেজেষ্টারী হইল অতএব কেহ নকল করিলে দণ্ডার্হ হইবেন।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

মহারাজা শশবিন্দু	বিজয়পুরের রাজা।
বহুকর	ঐ মন্ত্রী।
বিদ্যাচন্দ্র	ঐ রাজকুমার।
বুদ্ধিমান	ঐ মন্ত্রীকুমার।
বলরাম	ছদ্মবেশী।
বণিক	মগুগ্রামের দোকানী।
জানকী	ঐ
ধূমকেতু	দৈত্য।

এতদ্ভিন্ন বেনে, পথিক, দ্বারপাল, পারিষদ, ভৃত্য, সন্ন্যাসী ত্যাদি।

স্ত্রী।

চন্দ্রমুখী	চন্দ্রচূড় রাজার কন্যা।
স্বরূপা	হরিহর পুরের রাজকন্যা।
সুকেশী, সরলা, সুরামা	ঐ সখিগণ।

এতদ্ভিন্ন গায়িকা, কুলকামিনীগণ, পরিচারিকা ইত্যাদি

বিচিত্র-বিচার নাটক।

দৃশ্য।—বিজয়পুর রাজভবন এবং রাজসভা,
তথা উক্ত পুরাধিপতি মহারাজা শশবিন্দু,
রাজামাত্য বহুকর ও রাজ-পারিষদ
এবং রাজানুচরাদি নানাবর্ণ
পুরবাসিগণ।

রাজা। অমাত্য! বলদেখি এই সংসারে বিদ্যা শ্রেষ্ঠ কি বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ? আমার বোধ হয়, বিদ্যার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, এবিষয়ে তোমার সিদ্ধান্ত কি?

মন্ত্রী। (কর জোড়ে) মহারাজ! আমার বিবেচনায় বুদ্ধির সমান আর কিছুই নাই। দেখুন, বিধাতা বুদ্ধির প্রভাবেই পঞ্চ মহা ভূতাদির সৃষ্টি করিয়া সেই সমস্ত ভূত সংযোগে নানাপ্রকার পদার্থের উদ্ভাবন করেছেন। মানবগণ বুদ্ধিবলে ব্যবহার্য্য, মনোহর, আশ্চর্য্য বস্তু সকলের উৎপত্তি এবং ধন সঞ্চয়, মান সম্ভ্রম প্রভৃতি রাজ্য পর্য্যন্ত অধিকার করিতেছে। অতএব বুদ্ধির সদৃশ কিছুই নাই। যে মনুষ্যের বুদ্ধি নাই সে পশু তুল্য।

রাজা। (সক্রোধে) কি বল্লে? বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তা কথনই নয়।
এ তোমার নিতান্ত ভ্রম।

দৃশ্যাদৃশ্য যত কিছু আছে বর্ত্তমান।
বিদ্যার সমান নয় বিদ্যার সমান॥
বিদ্যাই বিনোদ বিশ্ব করেন সৃজন।
বিদ্যাই সংহার আর করেন পালন॥
না হ'লে মানব মনে বিদ্যার প্রকাশ।
কদাপি না হয় বুদ্ধি সহজে বিকাশ॥
বিদ্যা যার অন্তরেতে হয় উদ্দীপন।
বুদ্ধি তারে যেচে এসে দেয় দরশন॥
অতএব বুদ্ধির প্রশংসা নাহি করি।
বিচারিয়া দেখ বুদ্ধি বিদ্যা সহচরী॥

মন্ত্রিন্! যাহার বিদ্যা নাই তাহার বুদ্ধিও নাই। বিদ্যাই বুদ্ধির আধার স্বরূপ। অতএব বুদ্ধি অপেক্ষা বিদ্যাকেই শ্রেষ্ঠা বলিয়া মান্য কর।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি কহিলেন, বিদ্যা ব্যতীত বুদ্ধির উদয় হয় না; কিন্তু—

সে কেবল আপনার বুঝিবার ভ্রম।
কদাচ না হয় বিদ্যা বিনা বুদ্ধি ক্রম॥
বুদ্ধি বিনা বিদ্যা যদি উপার্জ্জন হয়।
তবে কেন মূর্খ হয়ে পশু গণ রয়॥
এই হেতু সবিনয়ে করি নিবেদন।
বুদ্ধির কৃপাতে হয় বিদ্যা উপার্জ্জন॥

আপনি বিলক্ষণ রূপে বিচার ক'রে দেখুন্; বিদ্যাই

বুদ্ধির অনুগমন করে, কিন্তু বুদ্ধি কোনক্রমেই বিদ্যার অনুগামিনী হয় না।

রাজা। যদি তুমি এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শাতে পার, তবেই মঙ্গল; নচেৎ এই অপরাধে তোমাকে নিশ্চয় ভয়ানক দণ্ড গ্রহণ কর্ত্তে হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন্; আমি অবশ্যই এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন ক'রে আপনাকে সন্তুষ্ট কর্‌ব। হে নরনাথ! আপ্‌নার এবং আমার পুত্র শ্রীমান্ বিদ্যাচন ও বুদ্ধিমান একদিবসে একসময়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে; এক্ষণে উভয়ের পাঠ্যকালও আগত প্রায়।

অতএব মহাশয় আমার নন্দনে।
শিখাব প্রতুল বুদ্ধি অতুল যতনে॥
আপনিও নিজ পুত্রে করিয়া যতন।
বিদ্বান্ করুন্ তারে মনের মতন॥
অতঃপরে দুজনার শিক্ষা হ'লে দড়।
তখন পরীক্ষা হবে কে ছোট কে বড়॥

পারিষদগণ। মন্ত্রিবর! ধন্য ধন্য; তোমার এই আশ্চর্য্য যুক্তি অতি চমৎকার, চমৎকার! ইহা অপেক্ষা চূড়ান্ত চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত আর কিছুই নাই।

রাজা। অমাত্য! তোমার এই যুক্তিযুক্ত বাক্যে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হ'য়ে অঙ্গীকার কর্‌ছি যে——

পরীক্ষায় যদি হয় বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব।
তা হ'লে তোমায় দিব অর্দ্ধেক রাজত্ব॥

মন্ত্রী। মহারাজ! রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। যে মন্ত্রী রাজা হ'তে ইচ্ছা করে; সে রাজগৃহের দ্বিতীয় কাল-সর্প স্বরূপ।

যে রাজা লোভিরে করে মন্ত্রীত্ব অর্পণ।
আপনার মৃত্যু সেই করে উপার্জ্জন ॥
অতএব মহারাজ দোহাই দোহাই।
রাজা হ'তে কোন মতে ইচ্ছা মম নাই ॥
উচিতে উচিত হ'লে হয় সুদর্শন।
বিপরীতে বিপরীত নিশ্চয় ঘটন ॥

———

হাম্বীর—আড়খেম্‌টা।

লোভের সদৃশ শত্রু নাই জগতে।
জানকীর লোভে রাজা দশানন, রঘুবর শরে সবংশে নিধন।
ধনলোভে নষ্ট দুষ্ট দুর্য্যোধন, স্বর্গ লোভে কষ্ট বলির বিধি মতে॥

[পট পতন]

দৃশ্য। রাজসভা, তথা রাজা, মন্ত্রী, পারিষদ এবং আর আর সভ্যগণ।

রাজা। অমাত্য! কুমার বিদ্যাচন বিদ্যানুশীলনে বিলক্ষণ কৃতবিদ্য হয়েছে; এক্ষণে তোমার কুমারের সমাচার কি?

মন্ত্রী। মহারাজ! আমার বুদ্ধিমান বুদ্ধির আলোচনায় যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়েছে; এখন উভয়কে এক বৎসরের জন্য

সন্ন্যাসী বেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ ক'ত্তে আজ্ঞা করুন্, তা হলেই বিদ্যা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা এবং লঘুত্ব বিষয়ে সন্দেহ থাকবে না।

রাজা। প্রতীহারী! তুমি অবিলম্বে বিদ্যাচনকে আর বুদ্ধিমানকে সভাস্থলে আনয়ন কর।

দ্বারপাল। যে আজ্ঞা মহারাজ; আপনার রাজশ্রীর জয় হউক।

(প্রস্থান)

(রাজকুমার ও অমাত্য কুমারের প্রবেশ।
(উভয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক)

মহারাজ! আপনার আজ্ঞানুসারে এই আজ্ঞাবহ দ্বয় উপস্থিত; এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়?

রাজা। (বিমর্ষভাবে)

শুনহ যুবক দ্বয় আমার মনন।
চীরবাস পরি বাস কর বিসর্জ্জন॥
দুই জনে দুই পথ করিয়া ধারণ।
যথায় বাসনা হয় করহ গমন॥
আজ হতে পূর্ণ যবে হবে সংবৎসর।
সেই দিনে এস এই বিজয় নগর॥

রাজকুমার। মন্ত্রীবর! অবশ্য আমরা উভয় সখায় রাজাজ্ঞা প্রতিপালন কর্‌ব; কিন্তু কি অপরাধে পিতা আমাদিগকে নির্ব্বাসিত কর্‌ছেন?

মন্ত্রী। তোম্‌রা যে কারণে দেশান্তরিত হচ্চ, নির্দ্ধারিত সময়া-

বসানে পুনরায় নিকেতনে আসিলেই অবগত হতে পারবে; যাও আর তোমরা বিলম্ব করোনা।

(কুমার যুগলের প্রস্থান)

রাজা। অমাত্য! তোমার ভয়ানক মীমাংসা।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপাতত ভয়ানক বটে, কিন্তু পরিণামে সন্তোষের সম্ভাবনা।

রাজা। যদিও পরিণামে সন্তোষের সম্ভাবনা; তথাচ বালক দ্বয়ের জন্য মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হচ্চে।

মন্ত্রী। মহারাজ! উদ্বিগ্ন হবেন্ না, বালকেরা বিলক্ষণ কৃতবিদ্য হয়েছে।

রাজা। তা বটে; এক্ষণে ঈশ্বরের মনে যা আছে তাই হবে।

বেহাগ—তেতালা।

মিছে মন্ বার্ বার্ আর্ ভেবনা।
কেন ভাবনা, আমায় বলনা।
আছে অদৃষ্টে লিখন যাহা, হবে তাই ঘটনা॥
এ ঘোর সঙ্কটে, ঈশ্বর নিকটে, কর প্রার্থনা।
বিনা দুঃখে, যেন সুখে, থাকে দুজনা॥

[পট পতন।

দৃশ্য। ঘোর প্রান্তর। তথা সন্ন্যাসী বেশধারী রাজকুমার বিদ্যাচন প্রিয়সখা মন্ত্রীকুমার বুদ্ধিমানের প্রতি বলিলেন।

সখে বুদ্ধিমান! এই মধ্যাহ্ন সময়ে দিনকর নিতান্ত

উগ্রকর হয়েছেন। আর আমি এক পাও চল্‌তে পারিনে; ক্ষুধাতে প্রাণান্ত হচ্চে; পিপাসায় তালু নীরস হয়েছে; তুমি কিছু আহারের আর জলের অন্বেষণ কর।

বুদ্ধি। রাজকুমার! এই মরুভূমের চারিদিকে চেয়ে দেখ, কোন স্থানে জলাশয় বা বৃক্ষলতাদির সম্পর্ক নাই। চারিদিক কেবল ধূ ধূ কর্‌ছে। মরীচিকায় সমস্ত ভূমি পরিব্যাপ্ত হয়েছে; অতএব যত শীঘ্র পারা যায় এই বালুকাময় স্থান অতিক্রম করা আবশ্যক; এখানে জল, ফল, বা ছায়ার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই।

বিদ্যা। সখে! তবে উপায় কি? আমি তো আর চল্‌তেও পারিনে। হে পরমেশ্বর! আমরা উভয় সখায় তোমার শ্রীপাদপদ্মে কি অপরাধী হয়েছি যে তুমি এই প্রকার যাতনায় আমাদের প্রাণ বিয়োগ কর্‌ছ।

বাগেশ্রী—একতালা।

দারুণ পিপাসা ক্ষুধায়, প্রাণ যায়।
না জানি কি পাপে, পড়িলাম্ ঘোর দায়।
দুর্গম প্রান্তরে হইলাম নিরুপায়।
নিরুপায়ের হরি উপায়॥

হে হরি! তোমার চরণে বারম্বার প্রণাম করি। দয়াময়! এই কাতর কিঙ্কর দ্বয়ের প্রতি দয়া কর, দয়া কর। আমরা কায়মনোবাক্যে তোমার ভয়ভাঙ্গা রাঙ্গাচরণে শরণ নিলেম; শরণাগতকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।

বুদ্ধি। সখে! ব্যাকুল হোয়োনা, ধৈর্য্যধর; ঐ দেখ মণ্ডগ্রাম দেখা যাচ্চে। ওখানে অনেক ধনবান ভদ্রলোকের বাস আছে। আর ভয় কি? চল দ্রুতপদে চল।

[পট পতন]

দৃশ্য। মণ্ডগ্রাম, ত্রিমাত্রা পথ, উক্ত ত্রিমাত্রায় জানকি নামক জনেক বণিকের ঘৃত চিনির দোকানে বিদ্যাচন ও বুদ্ধিমান সকাতরে।

মহাশয়! ভগবান আপনার মঙ্গল করুন; আমরা উদাসীন্ ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মহাশয়ের কাছে যাজ্ঞা কর্‌চি; আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

(বণিক ক্ষণেককাল উভয়ের মুখাবলোকনানন্তর কাতরে)

কে তোমরা যুবাদ্বয় কোথায় আবাস।
কি হেতু সন্ন্যাসী বেশে ত্যজেছ নিবাস॥
আকার ইঙ্গিতে মনে হতেছে নিশ্চয়।
কখন সন্ন্যাসী নও গৃহির তনয়॥

বুদ্ধি। মহাশয়! এ জগতে সকলেই গৃহস্থ কুমার। পরে মনুষ্য যে আশ্রম গৃহণ করে সেই আশ্রমোচিত নাম প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে আমরা সন্ন্যাসাশ্রমী, সুতরাং সন্ন্যাসী।

বণিক। আমি বিলক্ষণ বল্‌তে পারি, তোমরা আত্মগোপন করচ।

সুনিশ্চয় গৃহী বট মান বা না মান।
তার পর কে তোমরা তোমরাই জান ॥
যে হও সে হও পরে হবে পরিচয়।
কিরূপ ভোজন হবে করহ নিশ্চয় ॥

বুদ্ধি। অন্ন ব্যতীত যা দেবেন তাই খাব।

বণিক তাড়াতাড়ি দুখানি আসন পেতে এক গাড়ু জল এনে প্রণয় বচনে।

তবে বাবা তোমরা পা ধুয়ে এই আসনে বোস, আমি জল খাবার আনি।

দুজনায় পা ধুয়ে আসনে বসিলে বণিক জলখাবার আনিয়া দিল। (উভয়ে ভোজন আচমনানন্তর উপবেশন।)

বুদ্ধি। (বণিকের প্রতি) মহাশয়! আপনার আতিথ্য ক্রিয়াতে আমরা যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলেম। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

বণিক। সাধুর আশীর্ব্বাদে সকলই হতে পারে; কিন্তু আমার সন্তানাদি কিছুই নাই; তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার একটি পুত্র লাভ হয়।

বিদ্যা। ভগবান অবশ্য তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন; এক্ষণে আমরা বিদায় হই, তোমরা স্ত্রী পুরুষে সুখে থাক, তোমাদের ধন আয়ু এবং যশ বৃদ্ধি হউক।

বণিক। সে কি এই অপরাহ্ন সময়ে কোথায় যাবে? আজ

বুদ্ধি। আজ্ঞা হাঁ তা পারব; আমি অঙ্ক বিদ্যা ভাল জানি।

বণিক। তবে আর কি? তুমি আমার কাছেই থাক।

বুদ্ধি। যে আজ্ঞা। [পট পতন]

দৃশ্য। নিবিড় অরণ্য, অরণ্যস্থ কূপ, কূপের কিঞ্চিৎ দূরে একটি বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া বিদ্যাচন (স্বগতঃ)

উঃ কি ভয়ানক নিবিড় অরণ্য; ইহাতে জন মানব বা পশু পক্ষীরও সংশ্রব নাই। সূর্য্য-কিরণও কাননভূমিকে স্পর্শ করতে পরাজয় হয়েছে। চারিদিক কেবল ঝিল্লী রবে পরিপূর্ণ। (কিঞ্চিৎ নীরবে থাকিয়া পরে) হা, বন্ধো বুদ্ধিমান! আজ চার মাস হল তোমায় আমায় সন্দর্শন নাই। না জানি তুমি আমার অভাবে কি ভাবে কোন্ স্থানে পরিভ্রমণ কোরচ। বন্ধো! তোমার অকপট প্রণয় স্মরণ হলে, মরণ ইচ্ছা বৈ আর কিছুই ইচ্ছা হয় না। আমি যে তোমার বিচ্ছেদে এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছি, এই আশ্চর্য্য! হে বিধাতঃ! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি; তুমি তো বন্ধু বিচ্ছেদটী আমার ভাগ্যে বিলক্ষণ লিখেছ দেখ্‌চি; কিন্তু পুনর্মিলনের বিষয় টা কিরূপ লিখেছ বল দেখি?

বাহার—আড়াঠেকা।

যদ্যপি মিলন না হয় পুনরায় সখার সনে।
তা হলে ত্যজিব প্রাণ সুদৃঢ় উদ্বন্ধনে॥
কিম্বা বিষধর ধরি, গরল সংগ্রহ করি,
মুখে বোলে হরি হরি বরণ কোর্‌ব মরণে।

আ! দেহ টা যেন অবসন্ন প্রায় হয়েছে; আর দাঁড়াতে পারিনে, এই বৃক্ষ মূলেই একটু শয়ন করি। (শয়নানন্তর নিদ্রা)

এক সুরূপা নবযৌবনা ললনার প্রবেশ।

(ললনা নিদ্রাগত বিদ্যাচনকে দেখিয়া)

আহা; কি আশ্চর্য্য,কি আশ্চর্য্য; এ যে ছাই ঢাকা আগুণ প'ড়ে আছে দেখ্‌চি। এ যুবা এই ভয়ানক স্থানে কেমন কোরে এল? উঃ জানিনা কোন্ হতভাগিনী কামিনী এই ধরা-শশধরকে হারা হয়ে পাগলিনী হয়েছে। আমার বোধ হয় এ মনুষ্য নয়, কেবল আমাকে দগ্ধ কর্‌বার্ জন্যে স্বয়ং অকায় আজ সকায় হয়ে এই বৃক্ষ মূলে নিদ্রা ছলে প'ড়ে আছে।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কভু হেরিনে নয়নে হেন রূপ; না জানি কি ছলে।
খসিয়ে পড়েছে শশী এই ধরাতলে॥
কে আমায় কহে প্রকাশি, কেবা এই রূপরাশি,
ইচ্ছা হয় হয়ে দাসী বসি পদতলে॥

রাজকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ, হঠাৎ অবলার প্রতি দৃষ্টি, সুন্দরীর কূপে পলায়ন।

বিদ্যাচন। (স্বগতঃ) কি চমৎকার, এমন তো কামিনী-রত্ন আমি কখন দেখিনি। এ বালা কে? বোধহয় কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা হবে!!! আহাঃ অবলা আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইবা মাত্র যেন চঞ্চলার ন্যায় মনোমারুত গমনে ঐ কূপ মধ্যে লুকায়িতা হয়েছে।

(কূপের নিকট গমন ও দৃষ্টি করিয়া) কৈ, কূপে তো কিছুই নাই—তবে কি আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম ?

(পুনরায় কূপ দৃষ্টি করিয়া) একি, এ বানরী আবার কোথা হতে এল ?

প্রথমে কূপের মধ্যে দেখিনু যখন ।
জল বিনা কিছু আর ছিলনা তখন ॥
আচম্বিতে কোথা হতে আসিল বানরী ।
বোধ হয় ওই সেই পূর্ব্বের সুন্দরী ॥
রাক্ষস বংশেতে হবে জনম উহার ।
মায়ায় ধরিছে ধনী বিবিধ আকার ॥

মানবীই হোক, আর বানরীই হোক, বা রাক্ষসীই হোক ; আমার ভয় কি ? আমি বীরপুরুষ মহাবীর রঘুবীরের অনুজ শ্রীমান্ লক্ষণ্ বীর যেমন অনাসে শূর্পণখার নাসা কর্ণ ছেদন করেছিলেন ; আজ আমিও সেইরূপ এই মায়া ধারিণী কপিণীর পুচ্ছ কর্ণ উৎপাটন কোরে ফেল্‌ব । (এই বলিয়া কূপে অবরোহণ) [পট পতন]

দৃশ্য । মনোহর উপবন, তথায় এক বৃহৎ-অট্টালিকার নিকটে গমন ।

বিদ্যা । (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য ! কূপের ভিতর দিয়ে এ আবার কোথায় এলেম ? এই কি পাতাল পুর ? আহাঃ এমন সুন্দর উপবন ত কখন নয়ন গোচর হয় নাই । (কিঞ্চিৎ নীরবে থাকিয়া) কোই এখানে ত কোন প্রাণীকেও দেখ্‌তে পাচ্ছিনে । বোধ হয় এই বাটীর ভিতরে কেউ

না কেউ থাকৃতে পারে। (কপাটে করাঘাত পূর্ব্বক উচ্চস্বরে) বাড়িতে কে আছ গো? (এক পরমাসুন্দরী বালা দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক বিদ্যাচনকে দেখিয়া (মৃদু-স্বরে) আপনি কে, কেমন করে এখানে এলেন? আপনার নাম কি বাড়ি কোথা?

বিদ্যা। আমি বিজয়নগরাধিপতির পুত্র; আমার নাম বিদ্যাচন। আর আমার এক সখা আছেন, তাঁর নাম বুদ্ধিমান, তিনি আমার পিতার প্রধান অমাত্যের পুত্র। আমরা দুজনে অকারণ রাজার কোপ দৃষ্টিতে পড়ে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেম। কিন্তু দৈবক্রমে সেই বন্ধুর সঙ্গেও বিযুক্ত হয়ে একাকি এক ঘোর কাননে একটি বৃক্ষমূলে ঘুমুচ্ছিলেম। নিদ্রাভঙ্গ হবা মাত্র তোমার ন্যায় পরম সুন্দরী এক কামিনীকে দেখ্‌তে পেলেম। সেই কামিনী আমার নিদ্রাভঙ্গ দেখে একটি কূপের মধ্যে গোপন হলে আমিও দ্রুতপদে কূপের নিকটে গিয়ে দেখলেম্ যে তার ভিতরে একটি বানরী রয়েছে সুন্দরী নাই। আবার পরক্ষণেই দেখ্‌লেম্ যে সে বানরীও নাই। পরে সেই বানরীর আর সেই সুন্দরীর অন্বেষণ কর্‌বার জন্যে সেই কূপে অবরোহণ করে অবগাহন কর্‌বা মাত্র এই মনোহর স্থানে উপনীত হয়েছি। সুন্দরি! এই তো আমার পরিচয়। এক্ষণে তুমি কে, আর এই বাগানই বা কার, পরিচয় দেও?

সুন্দরী। মহাশয়! যদি এই মন্দভাগিনী কামিনীর পরিচয় শুন্‌তে আপনার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে শুনুন। অতি

অল্প কাল পূর্ব্বে এই ভারত ভূমে দ্বিতীয় অমরপুরের ন্যায় স্বর্ণপুর নামে এক নগর ছিল। সেই নগরের রাজার নাম চন্দ্রচূড়। আমি সেই চন্দ্রচূড় রাজারই কন্যা। আমার নাম চন্দ্রমুখী। যখন আমার বয়স ৩ বৎসর, তখন ধূমকেতু নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাক্ষস রাজ্যসহিত আমার পিতাকে নষ্ট করে আমাকে এই স্থানে এনে রেখেছেন। এক্ষণে তিনিই আমার পিতা, তিনি আমাকে কন্যাভাবে প্রতিপালন করেন। মহাশয়! জ্ঞানাবচ্ছিন্নে আমি কখন মনুষ্য দেখিনি, আজ আপনাকে দেখে আমি যথেষ্ট আহ্লাদিনী হলেম; কিন্তু আর আপনি এখানে থাক্‌বেন না, শীগ্‌গির পালয়ে যান্;——নিশাচর নিতান্ত ক্রোধী।

বালিকা হেরিয়া, দয়া প্রকাশিয়া,
না লয় আমার প্রাণ।
পালন করিছে সদা কন্যার সমান॥
এই উপবন, এই নিকেতন,
সকলি তাহার হয়।
কত যে ঐশ্বর্য্য আছে না হয় নির্ণয়॥
লোয়ে সেই ধন, যক্ষিণী মতন,
আগুলিয়া একা রই।
সময় নাহিক আর ঝুটো কথা কই॥
যাও যাও যাও, পলাও পলাও,
থেকনা এখানে আর।
থাকিলে বিপদ অতি ঘটিবে তোমার॥

বিদ্যা (সবিনয়ে)

শুন রসময়ি. সত্য কথা কই,
যদি মম প্রাণ যায়।
তোমায় ত্যজিয়ে তবু যাবনা কোথায় ॥
জন্মেছি যখন, অবশ্য তখন,
নিশ্চয় মরণ হবে।
তাই ভাবি মৃত্যু ভয় কে করেছে কবে ॥
যা আছে কপালে, ফলিবে তা কালে,
বিফল হবে না ধনি।
গণেশের মুণ্ডপাত করেছিল শনি ॥
লেখা যা ললাটে সাধ্য কার কাটে,
তাড়ায়ো না ধরি করে।
জীবন থাকিতে বল কে কোথায় মরে ॥

সুন্দরি। আর আমাকে যেতে বোলোনা। তোমায় ত্যাগ করে কোথায় যাব ? আমার এই চকোর মন, তোমার মুখচন্দ্র দর্শনে একেবারে উন্মত্ত হয়ে গ্যাছে।

সুখের যৌবন তব হয়েছে উদয়।
বঞ্চিত করোনা মোরে দুঃখের সময় ॥
সঞ্চিত করেছ যদি যৌবন রতন।
কিঞ্চিৎ আস্বাদ তার করহ গ্রহণ ॥

বিধুমুখি ! আরও তোমাকে কিছু বলি তুমি উৎকণ্ঠিত হোয়োনা।

প্রস্ফুটিত হয়ে দেখ কমলের কলি।
হৃদয়ে ধারণ করে গুণাকর অলি ॥

মরি মরি কত শোভা সে সময়ে ঘটে।
বল দেখি বিধুমুখি বটে কিনা বটে॥

হে সুন্দরি! আমি বিনয় পূর্ব্বক তোমাকে বল্‌চি তুমি বিচার কর।

যৌবন জলজ তব হয়েছে বিকাশ।
গন্ধ পেয়ে তাই অলি আপনি প্রকাশ॥
অভ্যাগত জনে যত্ন করহ যুবতি।
তাড়ায়ো না মধুকরে হয়ে মধুমতী॥

(হঠাৎ হাস্য পূর্ব্বক চন্দ্রমুখী)

শুন শুন গুণময় অবলার বাণী;
কমলের বঁধু বটে মধুকর মানি॥
কিন্তু মধুকর আজ কমলের তরে।
পড়িবে বিষম ফেরে এই সরবরে॥

যুবরাজ! যার জলাশয়ে প্রস্ফুটিত কমল দেখ্‌চ; সে সরল নয়, অতিশয় খল। মধুকরের শব্দ তার কর্ণকুহরে প্রবেশ হলেই সে নিশ্চয় ভ্রমরের প্রাণ নষ্ট কর্‌বে।

তাই বলি ষটপদে করিয়া বিনয়।
এ পঙ্কজ মধু সুধু হয় বিষময়॥
বিষময়-মধু পানে কিবা প্রয়োজন।
নিশ্চয় হবেই তায় জীবন পতন॥

বিদ্যা। সুন্দরি! বিষের জন্য আমি কিছুমাত্র ভয় করি না। কারণ, পূর্ব্বাপর বিধাতার এ প্রকার নির্ব্বন্ধ আছে যে যেখানে সুধা সেইখানেই গরল।

সাক্ষী তার দেখ মথি সাগরের জল।
আগেতে উঠিল সুধা পরে হলাহল॥
আগে যদি সুধা পানে করি মৃত্যুজয়।
তা হলে কি থাকে আর হলাহল ভয়॥
অতএব মধুদান কর মধুমতী।
পরেতে যা হয় হবে এজনার গতি॥

চন্দ্রমুখী—যুবরাজ! আমি তোমাকে বিনয় করে বল্‌চি, তুমি অন্য জলাশয়ে গমন কর।

এখানেতে ফোটে ফোট বটে কমলিনী।
ফুটিলে কি হবে পদ্ম অতি অভাগিনী॥
জন্মাবধি তার এই ধরিয়াছে রোগ।
ভ্রমর সংযোগে হবে জীবন বিয়োগ॥
একা যদি মরিত সে কমলিনী প্রাণে।
তা হলে তুষিত ভৃঙ্গে আজ মধুদানে॥

তোমাকে বারম্বার বল্‌চি তুমি প্রস্থান কর; আর এখানে থেকনা, থাকিলেই আমাদের উভয়েরই বিলক্ষণ বিপদ ঘট্‌বে। যাতে উভয়ের প্রাণ রক্ষা হয়, সেই মত কার্য্য করাই উচিত।

তা নহিলে অতি অল্প সুখের কারণ।
অজ্ঞানেই ক'রে থাকে প্রাণ বিসর্জ্জন॥
প্রাণ নাশা সুখ আশা কোরনাক আর।
বাঁচিবার চেষ্টা তুমি কর গুণাধার॥

বিদ্যাচল—(বিষাদ ভরে)—ললনে! মধুকর কি কমল পরিত্যাগ ক'রে যেতে পারে? আজ যদি সামান্য রাক্ষস

ভয়ে ভৃঙ্গরাজ স্থানান্তরে প্রস্থান করে; তা হলে কোন ফুলই তাকে সমাদর কোর্‌বে না। কমলিনি! তুমি আর আমাকে প্রত্যাখ্যান কোরোনা; মধু দান কর, মধু দান কর।

চন্দ্রমুখী। যুবরাজ! তুমি অত্যন্ত অধৈর্য্য হয়েছ; ধৈর্য্যধারণ কর, অধৈর্য্য অবস্থায় জ্ঞানের খর্ব্বতা হয়; তাতে হিতাহিত বোধ থাকে না।

কমল সমান মোরে করিতেছ জ্ঞান।
বিধূন অনল আমি ক'রে দেখ ধ্যান॥
দিওনা দিওনা ঝাঁপ জ্বলন্ত আগুণে।
কমল ভাবিছ শুধু অধৈর্য্যের গুণে॥

(উভয় জানু ভূমে রাখিয়া করযোড় পূর্ব্বক)

বিদ্যাচন। প্রত্যাখ্যান কোরনাক আর।
হেরে তব চন্দ্রানন, আমার চকোর মন,
কেনা দাস হয়েছে তোমার॥
মন মম বশীভূত নাই।
তব প্রেমে হয়ে বশ, গাহিছে তোমার যশ,
মন বিনে কেমনেতে যাই॥
পড়িয়াছি বিষম বিপাকে।
বলি তাই বার বার, যাইতে বোলনা আর,
চাঁদ ছাড়া চকোর কি থাকে॥

সুন্দরি! যদি রাক্ষস রূপ ঘোর মেঘের দ্বারা তোমার চন্দ্রানন নিতান্ত আবৃত হয়, তথাচ আমার এই চকোর-মন আশাবৃক্ষ পরিত্যাগ করবে না।

চন্দ্রমুখী। (সলজ্জে) যুবরাজ! আমি কাননেই তোমাকে আত্মসমর্পণ করেছি। তুমি অরণ্য মধ্যে যে কামিনীকে দেখেছিলে, আমিই সেই কামিনী। এক্ষণে গান্ধর্ব্ব বিবাহ মতে আমার পাণিগ্রহণ কর।

(বাটীর ভিতর উভয়ের প্রবেশ)

(ধূমকেতু দৈত্যের প্রবেশ) ধূমকেতু—চন্দ্রমুখি! দ্বার মোচন কর; দ্বার মোচন কর।

চন্দ্রমুখী দ্বার খুলিবামাত্র; ধূমকেতু—তনয়ে! আজ যে তুমি নববিবাহিতা হয়েছ তা আমি জানি, এক্ষণে তুমি নির্ভয়ে জামাতাকে আমার নিকটে আস্‌তে বল, আমি এই বৃক্ষমূলে বোস্‌চি। (বৃক্ষ মূলে উপবেশন)

[নব দম্পতী মৃদু পদে হেঁট মস্তকে আসিয়া রাক্ষস পদে প্রণাম করিয়া কম্পিত কলেবরে নতশিরে যুগ্ম করে দণ্ডায়মান।]

ধূমকেতু। (বিদ্যাচন প্রতি) যুবক! আমি তোমাকে জানি। তুমি বিজয়পুরাধিপতি মহারাজা শশবিন্দুর পুত্র। তোমার নাম বিদ্যাচন। তোমার পিতা নিতান্ত ধাম্মিক; আর তুমিও রূপবান, গুণবান, এবং বিদ্বান্। চন্দ্রমুখী তোমাকে পতিত্বে বরণ করাতে আমি অত্যন্ত উল্লাসিত হয়েছি। বিধাতা তোমাদের মঙ্গল করুন, তোমরা নির্ভয়ে সুখস্বচ্ছন্দে আমার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ কর। আমি এখন চল্লেম। (প্রস্থান) [পটপতন]

দৃশ্য। (জানকি বণিকের দোকান,
বুদ্ধিমান আসীন।)

বুদ্ধি। (স্বগতঃ) যদিও এই বণিকের আশ্রয়ে সুখে দিনপাত করচি; কিন্তু সখার কারণে প্রাণটা সর্ব্বদাই অস্থির হয়ে রয়েছে। ক্ষণার্দ্ধ কালও সুখানুভব হয় না। আহাঃ আজ প্রায় ছয় মাস কাল প্রিয়সখার মুখাবলোকন করিনে। না জানি বন্ধুবর আমার অভাবে কি ভাবে কোন্ স্থানে অবস্থান বা বিচরণ কর্‌চেন। যা হোক্ আর আমার এখানে থাকা উচিত হয় না; এখন বন্ধুর অন্বেষণে গমন করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু অন্বেষণ বা করি কোথা?

(জানকি বণিকের প্রবেশ।)

বণিক। বাবা বলরাম! আজ কিছু খরিদ পত্তর কর্‌তে পারলেম্ না, সকল জিনিসই অগ্নি মূল্য। হাটে কেবল যাওয়া আসাই সার হল।

বুদ্ধি। মশাই এসেচেন না ভাল হয়েছে। আপ্‌নার আস্‌বার একটু আগে লচমন্ দালাল বোলে গেল, শিবগঞ্জে বিস্তর চিনির আমদানি হয়েছে। ব্যাপারিরা ৪॥৺ টাকা ৫ টাকা দামে দোবরা চিনি বিক্রী কচ্চে।

বেণে। বল কি? এত সস্তা? লচমন্ গ্যাল কোথা? না হয় গাড়ি পাঁচ ছয় চিনি আমাকে পাঠ্‌য়ে দিগ্।

বুদ্ধি। বোধ হয়, লচমন্ গঞ্জেতেই গ্যাছে, তা না হয় আপ্‌নিই একবার জান না?

বেণে। আর বাবা পারিনে ; তবে তুমি যদি পার তো যাও ; সস্তার মাটিও ভাল।

বুদ্ধি। যে আজ্ঞা ; আমিই যাচ্চি ; আপ্‌নি পা ধুয়ে দোকানে বসুন।

বণিক পা ধুইয়া দোকানে বসিলে, বুদ্ধিমান—মশাই! তবে আমি যাই ?

বেণে। হাঁ যাও ; কিছু টাকা কড়ি নিয়ে যাও।

বুদ্ধি। আজ্ঞে না, গাড়ি মারফতেই আন্‌ব এখন্।

বেণে। আচ্ছা ; তবে তুমি যাও।

বুদ্ধি। যে আজ্ঞে ; আমি চল্লেম্। [প্রস্থান]

[পট পতন ঐক্যতান বাদন]

দৃশ্য। (চন্দ্রমুখীর পুরী বা উপবন, চন্দ্রমুখী ও বিদ্যাচন বৃক্ষমূলে আসীন।)

বিদ্যা। প্রিয়ে! তুমি নিত্য নিত্য বাধা দিও না। আজ আমি নিশ্চয়ই বন্ধু অন্বেষণে গমন কোর্‌ব। তুমি আমাকে বহির্গমনের পথ দেখ্‌য়ে দাও।

চন্দ্র। হে নাথ! পতির অনুরোধ অমান্য করা সতীর উচিত নয়। যদি তোমার একান্তই বন্ধু অন্বেষণে ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে এই অঙ্গুরীটি অনামিকাঙ্গুলিতে ধারণ কর। এই অঙ্গুরীর নাম কামাঙ্গুরী ; এর কাছে যা চাবে তাই পাবে ; কিন্তু সাবধানে রক্ষা কোরো। [অঙ্গুরী অর্পণ]

যুবরাজ অঙ্গুরী পরিয়া) প্রিয়ে! তবে আমাকে পথ দেখ্‌য়ে দেও।

চন্দ্র। ঐ যে একটি বৃহৎ গর্ত্ত দেখ্‌তে পাচ্চ; ওরি ভিতর দিয়ে গেলে সেই কূপে গিয়ে উঠ্‌বে; কিন্তু সাবধান, যেন আমাকে ভুলনা।

বিদ্যা। প্রিয়ে! তুমি ব্যাকুলা হোয়োনা; আমি শীঘ্র আস্‌ব।

যাব বটে অন্বেষণে;
কিন্তু সুখ নাহি মনে,
চক্ষের আড়াল করিয়ে তোমায়,
কোন স্থানে মন যেতে নাহিক চায়,
এ যাওয়া সুধু বন্ধুর কারণে॥
এক দিনে এক ক্ষণে
জন্মিয়াছি দুই জনে,
উভয় সথাতে সদা সর্ব্বক্ষণ
থাকিতাম সুখে যমজ মতন
অশ্বিনিকুমার সদৃশ মিলনে॥
সুচারু সুআস্য তার
মনে যাগে অনিবার
আহা প্রিয়ে যদি পাখা আমি পাই
এখনি উড়িয়া সেখানেতে যাই
যেখানে রয়েছে বয়স্য আমার॥

প্রিয়ে! আমি বিদায় হই, তুমি নিশ্চিন্তে থাক; ব্যাকুলা হোয়ো না।

(অনন্তর বিবরে প্রবেশ) [পট পতন ঐক্যতান বাদন]

দৃশ্য। হরিহর পুরের রাজবাটী, রাজপথ, রাজপথে পথিকগণের গমনাগমন, ঐ পথে বিদ্যাচনের প্রবেশ, বিদ্যাচন রাজবাটীর প্রতি দৃষ্টি পূর্ব্বক।

বোধ হয় এ নগরের এইটি রাজবাটী হবে (একজন পথিকের প্রতি) মহাশয়! এই নগরটির নাম কি?

পথিক। এই নগরের নাম হরিহরপুর।

বিদ্যা। এ নগরের রাজার নাম কি?

পথিক। মহারাজা শত্রুঞ্জয়।

বিদ্যা। এই কি রাজবাটী?

পথিক। আজ্ঞা হাঁ; এ মহলটি রাজকন্যার।

বিদ্যা। রাজার সন্তানাদি কি?

পথিক। একটি কন্যা বই আর কিছুই নয়।

বিদ্যা। রাজকন্যার দরজায় ঐ ঘণ্টাটি ঝুল্‌চে কেন?

পথিক। মশাই! ও বড় সহজ ঘণ্টা নয়; ঐ ঘণ্টায় অনেকের যথাসর্ব্বস্ব গিয়েছে, কেবল তারা প্রাণটা নিয়ে বেঁচে আছে। আপনার নিবাস কোথায়?

বিদ্যা:— আমার নিবাস বিজয়পুর। আপনার বাড়ী কি এই নগরে?

পথিক। আজ্ঞা হাঁ, এই নগরে আমাদের বহুকালের বাস।

বিদ্যা। মশাই! এই ঘণ্টাটির বিবরণ শুন্‌তে আমার বড় ইচ্ছা হচ্চে; যদি বল্‌বার কোন বাধা না থাকে, তা হলে অনুগ্রহ ক'রে আমারে বলুন।

পথিক। না, তার আর বাধা কি? এই যে ঘণ্টাটি দেখ্‌চেন এটী ভয়ানক ঘণ্টা। রাজকন্যা স্বরূপা, নামেও স্বরূপা আর রূপেও স্বরূপা; সেই স্বরূপা ঘোষণা করেছেন, যে রাজা বা রাজপুত্র একপক্ষ তাঁর ইচ্ছানুরূপ বস্তু সকল দিতে পার্‌বেন; তিনি তাকেই বিবাহ কর্‌বেন। আর যার দেবার ক্ষমতা আছে, তিনি এই ঘণ্টায় এসে ঘা দেবেন; কিন্তু পণ পূরণ না কত্তে পার্‌লে, তাকে কারাগারে থাক্‌তে হবে। মশাই! কত যে রাজা আর রাজকুমার এই ঘণ্টায় ঘা দিয়ে গারদে বাস কর্‌চেন তা আর বল্‌তে পারিনা। এ পর্য্যন্ত কেউ তাঁর পণ পুরণ কর্‌তে পার্‌লে না; আমি তাই বল্‌ছিলেম ঘণ্টাটী বড় সহজ নয়।

বিদ্যা। মশায়ের বাড়ী এখান থেকে কতদূর হবে?

পথিক। বেশী দূর নয়, প্রায় পোয়াটাক হবে।

বিদ্যা। মশাইকে বড় সজ্জন দেখ্‌চি; আপনার বাড়ীর কাছে একটী ভাল বাসা টাসা পাওয়া যায় না?

পথিক। বোধ হয় পাওয়া যেতেপারে। তবে আপনি একটু দাঁড়ান আমি চট্‌ ক'রে কাজ্‌টা সেরে এসে আপনার বাসা ক'রে দিচ্ছি।

বিদ্যা। তবে আপ্‌নি যান্‌ আমি এই খানে আছি।

পথিক। যে আজ্ঞা; আমি শীগ্‌গির আস্‌চি।

(দ্রুতপদে গমন)

বিদ্যা। (স্বগতঃ) রাজকন্যার পণ খুব্‌ কঠিন; কিন্তু আমার আঙুলে যে প্রিয়াদত্ত আংটি আছে; তার দ্বারা পণ

পূরণ অনায়াসেই হতে পারে; তবে এ স্ত্রীরত্নটি পরিত্যাগ করি কেন? যাই ঘণ্টায় ঘা দিই; আমার অভাব কি? (ঘণ্টানাদ)

(ঘণ্টা শুনিয়া স্বরূপার একজনা সহচরী বাটীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া বিদ্যাচন প্রতি)

মহাশয়! আপনার নাম কি, বাড়ি কোথায়? কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন?

বিদ্যা। আমি বিজয়পুরাধিপতি মহারাজা শশবিন্দুর পুত্র; আমার নাম বিদ্যাচন।

সহচরী। মহাশয়! এইবাড়ির ভিতরে আসুন। ওরে গোপাল! (গোপালের প্রবেশ)

গোপাল। ডাকৃচ ক্যান?

সহচরী। রাজকুমারকে বাটীর ভিতরে নিয়ে যা।

গোপাল। মশাই! আসুন বাড়ির ভিতরে আসুন। এখন আমিই আপনার দাস জানবেন।

(গোপালের সহিত রাজপুত্র বাড়িতে প্রবেশ করিলে, সহচরী রাজকন্যা স্বরূপার কাছে যাইয়া হাস্যাননে)

রাজকন্যে! তোমার পণের দরুণ কত যে রাজা আর রাজপুত্র দেখলুম্ তা বলতে পারিনে, কিন্তু এবারে যিনি এসেছেন তাঁর রূপের কথা আর বোল্‌ব কি? তেমন রূপ ত কখন দেখিনে।

বোধ হয় অনঙ্গ ধরিয়ে নিজ কায়।
এসেছেন এ নগরে লভিতে তোমায়॥
অথবা গগণ চাঁদ তোমার লাগিয়া।
গগণ হইতে বুঝি পড়েছে খসিয়া॥

সখী। কামদেব, চন্দ্রদেব, ইন্দ্রদেব বা ষড়ানন্; বোধ হয় এই চারিজনের মধ্যে সেই রাজকুমার কোন জন হবেন। তিনি বিজয়পুরের রাজপুত্র; তাঁর নাম বিদ্যাচন। তিনি নামে রূপে সম্ভাষণে জাত্যাংশে এবং ঐশ্বর্য্যে অতুল্য।

সুরূপা। সখি! আগন্তুকের পরিচয়ে খুব সন্তোষ হ'লেম, গোপালকে নিযুক্ত ক'রে এসেচ তো?

সহচরী। সে বিষয়ে তোমাকে কিছু ভাব্‌তে হবে না।

শুন বলি সুরূপসী করিয়া বিনয়।
কারিয়ে কঠিন মন, কোরনা কঠিন পণ,
লও এই যুবার আশ্রয়।
পাবে সুখ নাহিক সংশয়॥

ছলে কলে যদি এরে কর প্রত্যাখ্যান।
এ জন্মে দাম্পত্য সুখ, আর না তুলিবে মুখ,
আমাদের হয় এই জ্ঞান।
তুমিও করিয়া দেখ ধ্যান॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল তিওট।

সখি যত্নে ধরি তব করে।
বরণ কর সে বরে, তেমন
মানবে সুন্দর আমি দেখিনে
এ নগরে॥ হয়েছ যুবতী, গুন
গুণবতী পতি লাভ কর সেজনে,
সেরূপ শোভা মিলনে, যেরূপ
শচী আর পুরন্দরে॥

[পট পতন ঐক্যতান বাদন।]

(বাদনান্তে প্রভাতিগীত)

নেপথ্যে।

দেখনা গগণে শশি অস্তাচলে চলে রে।
প্রভাত হইল কোকিল কুহুরবে বলে রে॥
কুমুদিনী বিষাদিনী প্রফুল্লিতা সরোজিনী।
তদুপরে মধুকরে মধুপানে টলে রে॥

দৃশ্য। (সুরূপার বাটী তথা সুরামা, সুকেশী ও সরলা নামা সহচরীত্রয় সহিত সুরূপা)

সুরূপা সরলার প্রতি—

সরলে! আজ প্রথম দিন; তুমি নিজে গিয়ে আমার পণ আন।

সরলা। সখি! কি পণ প্রার্থনা কোরব?

স্বরূপা। এক ছড়া, গজমতির হার প্রার্থনা কর।

সরলা। আচ্ছা; তবে আমি চল্লেম্। (প্রস্থান)

দৃশ্য। (রাজকুমারের খাসাবাটী তথায় রাজকুমার গোপালের প্রতি)

গোপাল! তুমি কত দিন রাজসংসারে আছ?

গোপাল। আজ্ঞে; প্রায় ১৫ বৎসর এই সংসারে প্রতিপালিত হচ্চি।

বিদ্যা। তোমার বয়স কত হয়েছে?

গোপাল। প্রায় ২০ বৎসর হয়েছে।

বিদ্যা। তোমার বাড়ি কোথা?

গোপাল। আজ্ঞে; এখান হতে প্রায় ৪।৫ ক্রোশ তফাতে চৌরং নামে একখানি গাঁ আছে, সেই গাঁয়ে আমার বাড়ি।

বিদ্যা। তোমার বাপ মা আছে?

গোপাল। আজ্ঞে; বাপ নাই, মা আছেন। মশাই! আমার মায়ের মাই খেয়েই রাজকন্যা মানুষ হয়েছেন।

বিদ্যা। তুমি রাজকন্যাকে দেখেছ?

গোপাল। সে কি মশাই? আমি তো তাঁর ভাই হই; আমি তাঁকে দেখিনে?

বিদ্যা। গোপাল! উনি কে আস্ছেন?

গোপাল। উনি রাজকন্যার সখী, ওর নাম সরলা; বোধ হয় পণ নিতে আস্চেন।

(সরলা বিদ্যাচনের নিকটে আসিয়া)

যুবরাজ! আমি রাজকন্যার প্রেরিতা; তিনি এক ছড়া গজমতির হার চেয়েছেন।

বিদ্যা। আচ্ছা; তুমি বোস, আমি হার দিচ্ছি। (অন্য ঘরে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎকাল পরে সরলার নিকটে আসিয়া বিদ্যাচন) সরলে! গোপালের কাছে তোমার পরিচয় পেয়েছি; এই নেও রাজকন্যার প্রার্থনানুযায়ী হার নেও। (হার লইয়া সরলা) অতি চমৎকার, চমৎকার: তবে আমি চল্লেম্। গোপাল! যেন রাজকুমারের কোন অংশে কষ্ট না হয়। (প্রস্থান)

দৃশ্য। রাজকন্যার গৃহ, তথা সখিগণের প্রতি রাজকন্যা।

সখিগণ! সরলা তো প্রায় ১॥০ ঘণ্টা হোল পণ আনতে গিয়েছে; কৈ এখন তো তার দেখা নাই; বোধ হয় প্রথম পণেই যুবরাজ পরাজয় হয়েছে?

একজন সখী। ঐ যে সরলা আস্‌চে। (সরলার প্রবেশ, সরলা রাজ কন্যার প্রতি) সখি এই নেও তোমার পণ গ্রহণ কর।

(স্বরূপা হার লইয়া সখিগণ প্রতি)

সখিগণ!——যে হারেতে হার হোলে সার কারাগার।

শুন সহচরিচয় হইলাম সবিস্ময়

দরশন করি সেই হার।

আজিকার পণে মন হার॥

কাল তারে পরাজয় করিব নিশ্চয়।
চাহিব এমন পণ, যাহাতে তাহার মন
পণ শুনে পাইবেক ভয়॥
হোক পুন প্রভাত সময়॥

সুকেশী। সখি! অনেক রাজকুমার তোমার আশা করে এসেছিল। কিন্তু তারা সকলেই পণ দিতে অক্ষম হয়ে কারাগারে বদ্ধ হয়েছে ——

তাই বলি করিয়া বিনয়।
কোরোনা দারুণ পণ, সরল করিয়া মন,
নেও এই যুবার আশ্রয়।
সুখী হবে নাহিক সংশয়॥
বিবাহেতে যদি থাকে মন।
সরল হৃদয় কর, সম্ভবত পণ ধর,
কোরনাক ধনুঃ ভাঙ্গা পণ।
কোথা পাবে শ্রীরঘুনন্দন॥

আমি নিশ্চয় বল্‌চি; যদি এ ব্যক্তিকে তুমি কারাবদ্ধ কর; তা হলে আর কোনব্যক্তি তোমার লোভে আস্‌বে না। ইনি একজন সম্রাটের পুত্র; সুতরাং ইনি যদি পরাজিত হন তা হলে আর কে ভরসা কোরে তোমার পণ পুরণ কর্‌ত্তে আস্‌বে?

সুরূপা। সখি! ইনি যে সম্রাটের পুত্র; তুমি জান্‌তে পার্‌লে কেমন করে?

সুকেশী। আমার মামার বাড়ি যে বিজয়পুরে।

সুরামা। ওলো সুকেশী! আমরা যতই বলি, আর যতই

করি; কিন্তু সুরূপা সৃষ্টিছাড়া পণ কর্ত্তে কথনই ছাড়্বে না।

সুকেশী। সুরামে! সুরূপা সৃষ্টিছাড়া পণ করুন আর যা করুন, কিন্তু——

আর এক কথা বলি কর প্রণিধান।
বজায় রাখিতে পণ, এ দিকে যৌবন ধন
ক্রমে যদি হয় তিরোধান।
নষ্ট ক্ষীর কে করিবে পান॥

বল দেখি সহচরি জিজ্ঞাসি তোমায়।
কখন কি অলিকুল, ত্যজিয়া প্রফুল্ল ফুল,
মধুহীন শুষ্ক ফুলে ধায়।
মধু যথা পতঙ্গ তথায়॥

ফোট ফোট ফুল, গন্ধ পেয়ে অলিকুল।
উড়ে উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, আসিয়া বিবশ থাকে,
প'ড়ে তারা হতেছে আকুল।
অলিকে কি দগ্ধ করে ফুল॥

হইয়া কমল ফুল কেতকীর প্রায়।
জ্বালাতন মধুকরে, যদ্যপি সে ফুল করে,
সে ফুলের গৌরব কোথায়।
মধুকর সে ফুলে না ধায়॥

সখি! এমন যে সুদৃশ্যা সুগন্ধা চাঁপাফুল, কেবল নিজের গুণ দোষে এ পর্য্যন্ত ভ্রমরকে লাভ কর্ত্তে পারলে না। তাই রাজকন্যাকে বলচি আর কঠিন পণে কাজ নাই। যদি একে

একে সকল রাজকুমারকেই কারাবদ্ধ করেন তা হলে কার সঙ্গে বিয়ে হবে ?

সরলা। সখি ! যার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে; এখন ও সব কথা ছেড়ে দিয়ে বরন্ তুই একটা গান্ কর; শুনে প্রাণটা শীতল হোক্।

সুকেশী। আচ্ছা দিদি ! তবে একটা গান করি শোন।

জংগিয়া—যৎ।

কুঞ্জবনে আজ হেরি অন্ধকার।
বিনে প্রাণাধার বিনে প্রাণাধার॥
ভেবে ছিলাম মনে, মিলে সখিগণে, গেঁথে আজ বিনাসূতে হার,
পরায়ে কালারে, লইয়ে রাধারে, দিব তার পদে উপহার॥

দৃশ্য। (বিদ্যাচনের বাসাবাড়ি বিদ্যাচন গোপালের প্রতি)

গোপাল ! রাজকন্যার কত বয়স হয়েছে ?

গোপাল। প্রায় ১৪ কি ১৫ বৎসর বয়স হয়েছে।

বিদ্যা। রাজকন্যা কি অত্যন্ত রূপসী ?

গোপাল। তেমন রূপসী আর আছে কি না, তা বল্‌তে পারি না।

বিদ্যা। গোপাল ! উনি কে আস্‌চেন্ ?

গোপাল। উনি রাজকন্যার সহচরী, ওর নাম সুকেশী, বোধ হয় পণ নিতে আস্‌চেন।

সুকেশী। (যুবরাজের কাছে যাইয়া) যুবরাজ ! আমি রাজ-

কন্যা সুরূপার প্রেরিতা, আমার নাম সুকেশী; আজ তিনি হীরকের পূর্ণচন্দ্র চেয়েছেন।

বিদ্যা। আচ্ছা; এখনি দিচ্ছি, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর।

(যুবরাজ অন্য ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যাগত হইয়া সুকেশীর প্রতি)

সুকেশী! এই নেও হীরকের পূর্ণচন্দ্র গ্রহণ কর।

(সুকেশী চন্দ্র লইয়া গোপালের প্রতি)

গোপাল! রাজকুমারের পরিচর্য্যার যেন ত্রুটি হয় না; আমি চল্লেম। (প্রস্থান)

দৃশ্য। (সুরূপার গৃহ তথা সখিগণের প্রতি সুরূপা)

সখিগণ! ঐ দেখ সুকেশী বুঝি পণ নিয়ে আস্‌চে।

(সুকেশী সুরূপার কাছে যাইয়া) রাজকুমারি! এই তোমার পণ গ্রহণ কর।

সুরামা। রাজতনয়ে! আজ পণ পেয়ে হেঁট মুখী হোলে কেন?

এই পণে বহু জনে গেছে কারাগার।

অদ্যকার পণে সখি বল কার হার?

বোধ হয় এইবার এসেছে সে জন।

নিশ্চয় সমস্ত পণ করিবে পূরণ॥

সখি! আর ভাব্‌চ কি? এবার শ্বশুর বাড়ি যাবার উদ্যোগ কর।

সুরূপা। সখিগণ! ক্ষান্ত হও. ক্ষান্ত হও, এখন তামাসার সময় নয়, এখন ১৩ পণ বাকী আছে।

পূর্ণশশি হেরে সবে হতেছ বিস্ময়।
কাল কিন্তু প্রতিপদে হয়ে যাবে ক্ষয়॥
যে প্রদীপ অবিলম্বে হইবে নির্ব্বাণ।
নির্ব্বাণের পূর্ব্বে তাহা হয় দীপ্তিমান॥

সখিগণ! আমি তাই বল্‌চি, রহস্যে ক্ষান্ত হও। এখন ১৩ টি পণ বাকি আছে।

স্পষ্ট আমি কহিতেছি সহচরিগণ।
বিনা পণে কোন জনে দিবনাক মন॥
ইহাতে যদ্যপি হয় যৌবনের ক্ষয়।
তাহাও প্রতিজ্ঞা তবু পণ ত্যজ্য নয়॥

যদিও সে ব্যক্তি প্রথমাবধি পঞ্চপণ অর্পণ করিয়াছে; কিন্তু ষষ্ঠ পণে নিশ্চয়ই তাকে কারাগারের কষ্ট ভোগ কত্তে হবে; আমি স্পষ্টই বল্‌চি।

সরলা। স্বরূপে! তোমার ভাব দেখে বোধ হচ্চে, তোমার বরাতে পতিলাভ নাই।

তোমার উদ্দেশে যে আসে এ দেশে
তারে তুমি কর ছলনা
যদ্যপি সবারে দেবে কারাগারে
বে করিবে কারে বলনা?
বুঝাইলে পরে থাক রাগ ভরে
হিত বাক্যে কাণ পাতনা।
বাড়িলে যৌবন জানিবে তখন
মন্মথের কত তাড়না॥

সখি! মদনের তাড়না, তুমি জাননা বলেই তোমার এত

অহঙ্কার; কিন্তু সেই কন্দর্প যখন দর্প কোরে তোমাকে আক্রমণ করবে; তখন আর তোমার এ দর্প থাকবে না।

সে যে নিরাকার নিতান্ত দুর্ব্বার,
তূণে বাণ তার খসিলে।
কি কহিব আর প্রাণ রাখা ভার
সে বাণ অন্তরে পশিলে॥
এখন অধরে হাসি নাহি ধরে
বটে বটে তব রূপসী।
হেরিলে সে শর সরস অধর;
শুকায়ে হইবে আমসী॥

সখি! তাই তোমাকে বলচি শক্ত পণ আর কোরনা। যাতে উভয় কুল বজায় থাকে সেই রকম কাজ কর। দেখ, আমরা সনাথা হয়ে যে কত সুখে আছি তা বলা যায় না; এই জন্য বলচি তুমিও সনাথা হও; আর আইবুড় থাকা ভাল দেখায় না।

যে অবলা অনূঢ়ায় হয় পুষ্পবতী।
কুলের কণ্টকী সেই ধিক্ তার মতি॥
সাবধান হও সখি শান্ত করি মন।
অকলঙ্ক কুলে দোষ কোরোনা অর্পণ॥

ললিত বিভাস আড়া।

নারির সহজ নাম সকলে কহে অবলা।
অনাথা হইলে নারি তখনি হয় সবলা॥

পতি হীনা নারি যত, জীবন সত্ত্বে যেন হত
দম্পতির সুখ কত এক মুখে না যায় বলা ॥

দৃশ্য। বিদ্যাচনের বাসাবাড়ি বিদ্যাচন গোপালের প্রতি।

গোপাল! তোমার বিবাহ হয়েছে?

গোপাল। আজ্ঞে; হয়েছে।

বিদ্যা। কোন্ গ্রামে?

গোপাল। এই নগরে আমার শ্বশুর বাড়ি।

বিদ্যা। গোপাল! বোধ হয় ঐ মেয়েটী পণ নিতে আসচে ওর নাম কি?

গোপাল। ওর নাম সুদামা। উনিও রাজকন্যার সঙ্গিনী।

(সুদামার প্রবেশ)

সুধামা। যুবরাজ! আমি রাজকন্যার প্রেরিতা। আজ তিনি পরেশ্ পাথর্ পণ চেয়েছেন।

বিদ্যা। সুরামে! বোধ হয় রাজকন্যা পাষাণহৃদয়া; তাই তিনি পাথর পণ চেয়েছেন। আচ্ছা, অপেক্ষা কর দিচ্চি। (অন্য ঘরে প্রবেশানন্তর পুনরাগত হইয়া) সুরামে! এই লও পণ গ্রহণ কর। (পণ লইয়া সুরামা) তবে আমি আসি। (প্রস্থান)

দৃশ্য। সুরূপার গৃহ তথা সুরূপা সখিগণ প্রতি।

সখিগণ! বোধ হয় রাজকুমার পণ দিয়েছে; ঐ দেখ সুরামা হাস্তে হাস্তে আস্চে।

সুরামার প্রবেশ, সুরামা রাজকন্যার প্রতি। সখি! এই তোমার পণ গ্রহণ কর। (অর্পণ)

পণ পাইয়া সুরূপা সরলার প্রতি। সবলে! একটা লোহার কোন জিনিস্ আন্‌না দিদি, পাতরখানা পরক করে দেখি।

সরলা। আমার হাতের লোহা গাচ্‌টাতেই পরক কর না।

সুরূপা। ভারি কথা বলেচিস্; আয় দিকি দেখি।

(সবলা বাম হস্ত বাহির করিয়া) এই দেখ।

(লোহাতে পাতর স্পর্শ করিয়া সুরূপা) কি আশ্চর্য্য! এত দিনের পর বিশ্বাস হোল যে পরেশ পাতর আছে। ওলো সুকেশি! দেখ্ দেখ, ছোয়াবা মাত্র অমনি সোণা হয়ে গ্যাল না?

সুকেশী। সখি! এ সোণা তুমি আর কি দেখাবে বল? ঐ সোণা করা পাতর্ টি, যে সোণা তোমাকে দিয়েছে; তেমন সোণা কখন শোনাও ছিলনা আর দেখাও ছিলনা তাই বল্‌চি আর দেখা সোণায় কাজ নাই; তুমি সেই সোণার শরণাগত হও।

সুরূপা। সখি! আমি আগে তো বলেছি; আমার সমুদয়-পণ পূর্ণ না কর্ত্তে পার্‌লে আমি বিবাহ কর্‌ব না।

সুকেশী। এখন দেখনি চক্ষে অনঙ্গ পাথার।

তাই অনুচার থালে,

বাও তরি বিনা হালে,

মনে ভাব ভাবনা কি আর॥

কিন্তু ওই নদি জল হয় এক টানা।
বিপরিতে কিসে যাবে
সহজে অর্ণব পাবে,
দেরি নাই দেখিতে মহানা॥

সখি! কাল্ হতে কুপথ ছেড়ে দিয়ে সরল্ পথ নিরুপণ কর, না নৈলে মহা বিপদে পোড়্বে। যদি বল, আমার আবার বিপদ কি? কিন্তু সে যে কি বিপদ, তা তুমি এখন অনুমান কর্ত্তে পার্বে না। সখি! অনঙ্গ নামে একটি সমুদ্র আছে। সেই সমুদ্রের জলের নাম বিচ্ছেদ; সেই জলকে কেউ ছুঁতেও ইচ্ছা করে না।

প্রবেশিলে কাণে সেই সাগরের ডাক।
চিত্র পুত্তুলিকা প্রায়,
স্পন্দহীন হয় কায়,
বদনেতে নাহি সরে বাক॥

না পড়িতে সে অর্ণবে এই বেলা ধনি।
দিয়ে মন উপহার,
বিদ্যাচনে কর্ণধার
কর দিয়ে তরুণ তরণি॥

যখন উপযুক্ত কর্ণধার আপনি এসে কর্ম্ম প্রার্থনা কর্চে; তখন তাকে নিরাশা করা কি উচিত? তুমি এমন নাবিক আর কোথায় পাবে?

সরলা। ওলো! ভাবী ভোল্বার নয়। আমি তোদের পায়ে ধরে বল্চি আর তোরা স্বরূপাকে কিছু বলিস্নে; ওর মনে যা আছে ও তাই কর্বে; ওকি কারো কথা শোনে।

স্বরূপা। সখিগণ! তোমরা আমার উপোর রাগ কোরনা। দেখ, চিরকাল যার দাসী হয়ে থাকৃতে হবে, তার কত ঐশ্বর্য্য সে মানুষ কেমন; সেটা ভাল কোরে জানা চাই।

পরীক্ষা বিহনে কার্য্য ধার্য্য নাহি হয়।
হয় ভাল হতে পারে,
তা নহিলে একেবারে,
সমূলেতে হয়ে যায় ক্ষয়॥
এই হেতু প্রিয় সখি না হয়ে চঞ্চল;
প্রথমে পরীক্ষা নিয়ে,
ভাল মন্দ বিচারিয়ে,
শেষে কোরো যা হয় মঙ্গল॥

ভৈরবী-ঠুংরি।

তারে সঁপিব এ মন।
যে জন আমার হবে মনের মতন॥
কুবের সমান ধনে,
অর্জ্জুন সমান রণে,
ইন্দ্রের সমান মানে,
রূপে ষড়ানন॥

সরলা। আচ্ছা, দিদি তোমার যা ভাল বোধ হয়, তুমি তাই কোরো, আমরা চল্লেম্!

(সখিগণের প্রস্থান স্বরূপা স্বগত)

কি আশ্চর্য্য !!! আমি যখন যা চাচ্চি তখনি তাই দিচ্চে। এ লোক টা কে? একি দেবতা? বোধ হয় কোন দেবতাই হবে!! তা নৈলে, সে আমার ইচ্ছামত বস্তু কোথায় পাবে? (ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া পরে) দেবতাই হোক্ আর যেই হোক, আমি তো লু'ক বিদ্যা জানি; কাল্ সরলাকে পণ আনতে পাঠিয়ে দিয়ে, আমিও গুপ্ত ভাবে তার পেচনে পেচনে যাব, দেখি সে কি রকমে পণ দেয়।

দৃশ্য। বিদ্যাচনের বাসাবাড়ি, গোপালের প্রতি।

গোপাল! তোমার আর কে আছে?

গোপাল! মশাই এর পরে বোল্‌ব; সরলা দিদি পণ নিতে আসচে।

(সরলা যুবরাজের নিকটে যাইয়া) যুবরাজ! রাজতনয়া আজ একটি মাণিকের আংটী চেয়েছেন।

বিদ্যাচন। সরলে! বিশ্রাম কর; পণ দিচ্চি। (অন্য ঘরে প্রবেশ করিয়া পুনরাগত হইয়া) সরলে! এই পণ গ্রহণ কর। (পণ লইয়া সরলা) আহা, উত্তম আংটী; আমি চল্লেম। (প্রস্থান)

দৃশ্য। (স্বরূপার আলয় তথা সখিগণ স্বরূপার প্রতি)

রাজকুমারি! আজ তুমি বিমনা হয়েছ কেন? কি ভাবনা কোরচ?

সুরূপা। সখিগণ! বোধ হয় বিদ্যাচন আমাকে পরাজয় কোরবে?

সখি। আহা, বিধাতা করুন যেন তাই হয়; আর থুবড়ো থাকা ভাল দেখায় না।

(সরলার প্রবেশ)

সরলা। সখি সুরূপে! এই তোমার পণ গ্রহণ কর।

(অঙ্গুরী প্রদান)

(অঙ্গুরী লইয়া সুরূপা) সখি! সে ব্যক্তি আমার প্রার্থনামত বস্তু কোথায় পায়? দেখ, আমি যে দিন, যে সামগ্রীটি চেয়ে পাঠাচ্চি, সে তখনি তাই দিচ্চে; বোধ হয় সে কোন জাদুকর হবে।

সুরামা। অবাক্; তোমার যেমন কথা; জাদুকর আবার কি? শুনচ যে বিজয়পুরের রাজপুত্র।

সুরূপা। সখি! সে যে বিজয়পুরের রাজপুত্র, কি আর কেউ, তা তুমি জানলে কেমন কোরে বল? আমার বোধ হয়, সে আর কেউ হবে।

সরলা। সে, যে কেউ হোক্ না কেন? তাতে তোমার ভয় কি? তার জাত কুল না জেনে কি তোমার মা বাপ তার সঙ্গে তোমার বে দেবে?

সুকেশী। ওলো সরলে! বুঝ্‌তে পারচিসনে? সুরূপার ভয় হয়েছে।

সরলা। কেন ভয় টা কি; কোন্ কামিনী বে কর্ত্তে ভয় পায় বল?

(রাণীর সহচরী দামিনির প্রবেশ)

দামিনী। ওলো সরলে! রাণী তোমাকে, সুরামাকে আর সুকেশীকে ডাক্‌চেন।

সরলা। চল যাই চল। (সুরূপা ব্যতীত সকলের প্রস্থান ;

(সুরূপা স্বগত।)

হায় হায় এত দিন, ঠিক যেন হয়ে মীন।
চরিতেছি অনুদিন স্বাধীনতা পুকুরে॥
কে করিয়ে মন্ত্রপুত, ফেলিয়াছে ছীপ সূত;
ভয়ে হয়ে অভিভূত কাঁদে মন ডুক্‌রে॥
হায় বিধি এ সংসার, যদি আসি পুনর্ব্বার।
নারী জন্ম যেন আর কোন রূপে ধরিনে॥
দেখিতেছি মনে এঁচে, নর হয়ে আমি কেঁচে।
বৃথা আর আছি বেঁচে প্রাণে কেন মরিনে?

(ক্ষণেক নীরব, পরে) নিকটে কেউ নাই; এই সময় সকার্য্য সাধনের চিন্তা করি; বৃথা চিন্তায় কাল কাটাবার আর সময় নাই; এখন যাতে তার আশ্চর্য্য আংটাটি চুরি করতে পারি, তার চেষ্টা করা যাক্।

যদি পারি হরিতে সে ধন।
তা হইলে অখিল সংসারে;
কে হবে ঐশ্বর্য্যভোগি আমার মতন॥
যে প্রকার হয় সে রতন।
বোধ হয় অঙ্গুলী হইতে;
কখনই কোন মতে করেনা মোচন॥

লুকি বিদ্যা যা আছে আমার।
বোধ হয় সে বিদ্যার বলে,
অনায়াসে ফাঁকি দিলে দিতে পারি তায়॥

যাই সেই চেষ্টাই করিগে; কিন্তু এ বিষয় কার কাছে প্রকাশ করা হবে না। [প্রস্থান, পট পতন;

ঐক্যতান বাদন।

দৃশ্য। বিদ্যাচনের বাসাবাড়ি, বিদ্যাচন ব্যস্ত ভাবে।

কি সর্ব্বনাশ আংটী কি হোল? এই যে এই খানে রেখে স্নান কর্‌ছিলেম্; এর মধ্যে কে এসে এ সর্ব্বনাশ করলে? তবে তো আমাকে যাবজ্জীবন কারাগারে থাক্‌তে হোল, হাঃ প্রিয়ে! চন্দ্রমুখী! তুমি আমাকে অনেক নিষেধ করেছিলে; কিন্তু বন্ধুর অন্বেষণ করণে তোমার সেই নিষেধ বাক্য অগ্রাহ্য করে আজ ঘোর বিপদে পতিত হলেম্। হাঃ বন্ধু বুদ্ধিমান! আর যে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে এমন বোধ হয় না। গোপাল! গোপাল! গোপাল আছ কি?

গোপাল। আজ্ঞে কেন মশাই? কি চাই বলুন্ না? আপনি এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন?

বিদ্যা। ওহে! একটা আংটী এই খানে রেখে স্নান কর্‌ছিলেম্; তুমি দেখেচ কি?

গোপাল। আজ্ঞে; আমি তো কোই আংটী টাংটী কিছু দেখিনি।

বিদ্যা। তাই তো, তবে হোল কি? কোন খানে কি গোড়িয়ে টোড়িয়ে পড়েনি?

গোপাল। আজ্ঞে, তা হলে হলেও হোতে পারে, আমি খুঁজে দেখ্‌চি।

সুকেশীর প্রবেশ।

সুকেশী। যুবরাজ! আমি সুরূপার প্রেরিতা; আজ তিনি এক সুট্ হীরের গহনা চেয়েছেন।

বিদ্যা। সুন্দরি! আজ আমি বিষম বিভ্রাটে পোড়েছি;— কি সর্ব্বনাশ! (দীর্ঘ নিশ্বাস পতন)।

সুকেশী। কেন, আপনার কি কোন বিপদ হয়েছে?

বিদ্যা। বিপদের কথা আর বোল্‌বো কি, আমি একটি মহারত্ন হারিয়েছি। সেটি অঙ্গুরী।

সুকেশী। বোধ হয়, এইখেনেই কোন খানে গোড়িয়ে পোড়েছে এখন পণের বিষয় কি তা বলুন?

বিদ্যা। আর বোল্‌বো কি, যখন আংটী হারিয়েছি; তখন আর আমার উপায় কি?

সুকেশী। তবে কি আপনি পণ দিতে পরাজয় হোলেন?

বিদ্যা। সুতরাং; যখন অমূল্য বস্তু গিয়েছে, তখন আর জয় পরাজয় কি?

সুকেশী। (গোপালের প্রতি) গোপাল! রাজকুমার আজ পণ দিতে পরাজয় হোলেন; তুমি প্রহরীগণকে বল; এঁরে কারাগারে নিয়ে যাক।

গোপাল। আচ্ছা, তুমি যাও; আমি প্রহরীগণকে বোলচি।

দৃশ্য। (নিবিড় কানন তথা এক বৃক্ষমূলে বসিয়া বুদ্ধিমান স্বগতঃ)

কি নগরে, কি গ্রামে, কি প্রান্তরে, কি কাননে, কত স্থানে যে বন্ধুকে অন্বেষণ করিচি তার আর সীমা নাই; কিন্তু দৈব বশতঃ কোন স্থানেই তাঁর দেখা পাচ্চিনে। (চারিদিক অবলোকন করিতে করিতে।) একটা স্ত্রীলোক আসচে না? স্ত্রীলোকি তো বটে; উঃ এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক ত কখন দেখিনে। বোধ হয় এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হবেন। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিকটে যাইয়া) দেবি! আপনাকে প্রণাম করি; আপনি কে? আপনার নিবাস কোথায়? আপনি কি এই বনে এক রূপপুরুষ কে দেখেছেন?

চন্দ্রমুখী। তোমার নাম কি বুদ্ধিমান? তুমি কি বিজয়পুরের পাত্রের পুত্র?

বুদ্ধিমান। আপনি আমার নাম পরিচয় জানতে পারলেন কেমন করে; আপনি কে?

চন্দ্রমুখী। আমি বিজয়পুরাধিপতি মহারাজা শশবিন্দুর পুত্রবধূ; আমার নাম চন্দ্রমুখী। আমি নাথের মুখে তোমার পরিচয় জ্ঞাত আছি।

বুদ্ধি। তাঁর সঙ্গে আপনার কি রূপে মিলন হল?

চন্দ্রমুখী। আমার ভাগ্যক্রমে দৈবযোগেই হয়েছিল।

বুদ্ধি। এই ভয়ানক স্থানে আপনি একাকিনী পরিভ্রমণ কর্‌চেন ; আপনার বাড়ী কোথায় ?

চন্দ্রমুখী। আমার বাড়ী এই বনের নিম্ন ভূমে ; আমি পতি বিরহে ব্যাকুলা হয়ে এই বনে ঘুরে বেড়াচ্চি।

বুদ্ধি। কেন, তিনি কোথায় ?

চন্দ্রমুখী। তিনি তোমাকে অন্বেষণ কর্ত্তে গিয়েছেন।

বুদ্ধি। তবে আপনি আমাদের সমস্ত বিষয়েরই পরিচয় পেয়েছেন !!! চলুন আপনার বাটীতে যাই চলুন।

চন্দ্রমুখী। এস, এস, তোমার সখার শ্বশুরালয় দেখবে এস। (অনন্তর কূপের নিকটে যাইয়া) সখে ! এই কূপের মধ্যে প্রবেশ কর, এই আমার বাড়ী যাবার পথ।

বুদ্ধি। আপনি অগ্রে প্রবেশ করুন। (অগ্র পশ্চাৎ হইয়া কূপে প্রবেশ) পট পতন।

(পটোত্তোলনানন্তর চন্দ্রমুখীর উপবন সমন্বিত বাটী)

বুদ্ধিমান। বাঃ কি সুন্দর উপবন ; এমন চমৎকার উদ্যান ত কখন দেখিনে ; আহা বাড়ীখানিও অতি মনোহর। ভাবিনি ! আপনি কি একাকিনী এই স্থানে বাস করেন ? কৈ আর ত জনপ্রাণীকেও এ স্থানে দেখতে পাচ্চিনে।

চন্দ্রমুখী। বুদ্ধিমান ! আমি একাকিনীই এই স্থানে বাস করি ; তুমি আমার আদ্যন্ত পরিচয় শ্রবণ কর। এই ভারতে স্বর্ণপুর নগরে চন্দ্রচূড় নামে এক রাজা ছিলেন।

আমি তাঁর কন্যা। আমার পিতাকে ধূমকেতু নামে এক রাক্ষস অকারণে সংহার করে আমাকে এই খানে এনে কন্যা ভাবে প্রতিপালন করচেন। আমি অতি শৈশবে রাক্ষস হস্তে পতিত হয়ে, এখন এই যৌবন সীমায় উত্তীর্ণ হয়েছি। তোমার সখা দৈবযোগে এই স্থানে এসে আমার পাণিগ্রহণ করে তোমারে অন্বেষণ কর্ত্তে গিয়েছেন; তুমি ব্যাকুল হয়োনা; এইস্থানেই তাঁর সঙ্গে তোমার মিলন হবে।

বুদ্ধি। ঈশ্বর ইচ্ছায় না হতে পারে এমন কার্য্য নাই; কিন্তু বন্ধু যখন তোমাকে পরিত্যাগ করে আমার অন্বেষণে গিয়েছেন; তখন আমার আর এখানে থাকা উচিত হয় না। আমিও তাঁর অন্বেষণে যাব।

চন্দ্রমুখী। যদি একান্তই সখার অন্বেষণে যাও; তবে একটি আশ্চর্য্য অঙ্গুরী গ্রহণ কর। (অঙ্গুরী দিয়া) এই অঙ্গুরীর কাছে তুমি যা কিছু প্রার্থনা করবে, অঙ্গুরী তৎক্ষণাৎ তোমাকে তাই দিবে। তোমার সখাকেও এই রকম একটি আংটী দিয়েছি।

বুদ্ধি। কি আশ্চর্য্য; এই অঙ্গুরীর এত গুণ! যদি আপনার কাছে বেশী থাকে তবে আর একটি আমাকে দিন্; কি জানি যদি একটা হারিয়েই যায়।

চন্দ্রমুখী। আচ্ছা. তোমাকে আর একটি দিচ্চি, কিন্তু যত্ন করে রক্ষা কোরো। এমন আশ্চর্য্য জিনিস অতি দুর্লভ (আর একটি প্রদান পূর্ব্বক) অশুচি সময়ে স্পর্শ করনা।

বুদ্ধি। যে আজ্ঞা; যদি আর কিছু আশ্চর্য্য পদার্থ থাকে, তবে

আমাকে অনুগ্রহ কোরে দিন্; কি জানি পথে ঘাটে অনেক আপদ বিপদ আছে।

চন্দ্রমুখী। আর আশ্চর্য্য জিনিস্ কিছুই নাই; তবে এক রকম শুষ্ক ফল আছে, সেই ফলের শাঁস খেলে তৎক্ষণাৎ বানর মূর্ত্তি হয়; কিন্তু জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় না। আবার তার খোসা খেলে তখনি স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

বুদ্ধি। বলেন্ কি? সেও তো অতি আশ্চর্য্য জিনিস্; তবে অনুগ্রহ করে আমাকে দিন্।

চন্দ্রমুখী। আচ্ছা; আমি আন্‌চি তুমি অপেক্ষা কর। (ফল আনিয়া) এই নেও তোমাকে দুটি ফল দিচ্চি; যদি একটি হারয়ে যায়, আর একটি থাক্‌বে।

(ফল দিয়া চন্দ্রমুখী) এই ফল যোগে বানরী হয়ে তোমার সখাকে এই খানে এনেছিলেম। সে যাহোক, সে সব রহস্য পরে বোলব, এখন স্বকার্য্য সাধনে যাও।

বুদ্ধি। যে আজ্ঞা, তবে আমি চল্লেম্; আমাকে পথ দেখ্‌য়ে দিন

(চন্দ্রমুখী অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ঐ গহ্বরের ভেতোর দিয়ে যাও।

বুদ্ধিমানের গহ্বরে প্রবেশ। পট পতন।

ঐক্যতান বাদন।

দৃশ্য। হরিহর পুরের রাজবাটী রাজপথ, উক্ত পথে পথিক গণের গমনাগমন; বুদ্ধিমান রাজ বাটীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া স্বগতঃ।

আহাঃ এমন সুন্দর নগর আর আছে কিনা, তা বলা যায়

না। বোধ হয় দেবরাজের অমরা নগরীও এমন নয়। এই বাড়ি খানি কার জিজ্ঞাসা করি;—ওহে দ্বারপাল গণ! বাড়িটি কার?

দ্বারপাল। মহারাজা শত্রুজিতের বাড়ি।

বুদ্ধিমান। তিনি কি এই নগরের রাজা?

দ্বারপাল। হাঁ মহাশয়।

বুদ্ধিমান। রাজার সন্তানাদি কি?

দ্বারপাল। একমাত্র কন্যা।

বুদ্ধিমান। কন্যাটির বিবাহ হয়েছে?

দ্বারপাল। আজ্ঞে না, তাঁর বিবাহ হয়নি, আর হবেও না!

বুদ্ধিমান। কেন বল দেখি?

দ্বারপাল। মশাই! যে ব্যক্তি তাঁকে ১৫ দিনে ১৫টি পণ দিতে পারবে, তিনি তাকেই বে করবেন।

বুদ্ধিমান। কোন ব্যক্তি কি তাঁকে পণ দিতে আসেনা?

দ্বারপাল। আসবে না কেন, যে এসেছে সেই গারদে গিয়েছে।

বুদ্ধিমান। গারদে গিয়েছে কেন?

দ্বারপাল। পণ দিতে পরাজয় হয়ে গারদে গিয়েছে।

বুদ্ধিমান। রাজকন্যার কি এই নিয়ম?

দ্বারপাল। আজ্ঞে হাঁ মহাশয়।

বুদ্ধিমান। তাইতো এতো বড় ভয়ানক ব্যাপার?—আচ্ছা আমি তোমাদের রাজকন্যার পণ দিব।

দ্বারপাল। যে আজ্ঞা, তবে ঐ ঘণ্টায় ঘা দিন্।

বুদ্ধিমান। ঘণ্টায় ঘা দোব কেন?

দ্বারপাল। ঐ ঘণ্টায় ঘা দিলে রাজা প্রভৃতি নগরের সম

লোকে জান্‌বে যে, কোন মহাশয় রাজকন্যার পণ পূরণ কর্ত্তে এসেচেন।

বুদ্ধিমান। আচ্ছা, আমি ঘণ্টায় ঘা দিই। (ঘণ্টার নিকটে যাইয়া ঘণ্টানাদ)

(সুকেশীর প্রবেশ। সুকেশী বুদ্ধিমানের প্রতি)

আসুন, আসুন, ঐ বিরামালয়ে চলুন। ঐ স্থানে সংকারেব সমুদয় বস্তু প্রস্তুত আছে।

(অনন্তর বুদ্ধিমানের বিরামালয়ে যাইয়া উপবেশন)

সুকেশী। মহাশয়ের নিবাস কোথা?

বুদ্ধিমান। এখন আমি কোন পরিচয় দিবনা। যদি কৃতকার্য্য হোতে পারি; তবে আত্ম পরিচয় দিব, তা নৈলে গোপন ভাবেই কারাগারে প্রবেশ করবো।

সুকেশী। যে আজ্ঞে; আপনাব যে প্রকার ইচ্ছা হয়। (গোপালের প্রবেশ, গোপালকে দেখিয়া) এই যে গোপাল এসেছে। গোপাল। এই আগন্তুক মহাশয়ের যেন কোন রকমে কষ্ট না হয়।

গোপাল। দিদি! গোপাল থাক্‌তে কোন কষ্টই হবেনা, যাও তুমি অন্তঃপুরে যাও।

সুকেশী। আচ্ছা, তবে আমি চল্লেম। (প্রস্থান)

পট পতন।

ঐক্যতান বাদন।

দৃশ্য। বুদ্ধিমানের বাসাবাড়ি, তথা গোপালের প্রতি)

বুদ্ধিমান। গোপাল! আমার আসবার আগে কি কেউ পণ পূরণ কর্ত্তে এসেছিল?

গোপাল। মশাই! কতলোক এসেছিল, কতলোক জেলে গেল, তার কি ঠিকানা আছে! এখন আপনি কি করেন তা দেখা যাক। (অঙ্গুলী বাড়াইয়া) ঐ দেখুন সুকেশী দিদি রাজকন্যার পণ নিতে আসচেন।

সুকেশীর প্রবেশ—সুকেশী। মহাশয়! আমি রাজকন্যার প্রেরিতা, তিনি একটী স্বর্ণ মৃগ পণ করেছেন :

বুদ্ধিমান। আচ্ছা, এখনি দিচ্চি। (অন্যগৃহে যাইয়া পুনরাগত হইয়া) এই রাজকন্যার পণ নেও।

(পণ লইয়া সুকেশী) বাঃ উত্তম মৃগ, যাই তাকে অর্পণ করিগে। (প্রস্থান)

দৃশ্য। রাজকন্যার গৃহ, তথা সহচরী গণ ও রাজকন্যার আসীন।

রাজকন্যা। সহচরিগণ! ঐ দেখ সুকেশী পণ নিয়ে আসচে।

(সুকেশীর প্রবেশ) সুকেশী। রাজতনয়ে! এই তোমার পণ গ্রহণ কর। (অর্পণ)

সুরূপা। সখি! পণ পেয়ে খুব সন্তুষ্ট হলেম ; কিন্তু কাল কি করে দেখা যাক্!

সরলা। সখি! তুমি সত্যি করে বল দেখি ; তোমার কি বিবাহ কর্ত্তে মন হয় না?

সুরূপা। না সখি! আমার কোন রকমেই মন হয় না।

সরলা। তবে অনর্থক পণের ভাণ কোরে রাজা রাজড়াদের কষ্ট দিচ্চ কেন বল।

সুরূপা। সখি! পণের ভাণ না করলে পিতা এত দিনে আমার বে দিয়ে ফেল্‌তেন।

সরলা। আচ্ছা; তোমার বিবাহ কর্ত্তে মন হয় না কেন?

সুরূপা। ওলো! বে কর্ত্তে মন হয় না কেন, তা জানিস্, বে কর্‌লেই পরের অধীন হতে হয়; আমি তাই বে কর্ত্তে ইচ্ছে করিনে।

সরলা। ওমা, কি আশ্চর্য্য, এমন কথা তো কখন শুনিনি!!!

সুরামা। ওলো সরলে! রাজকন্যা পাগল হয়েছে জানিস্? আচ্ছা ভাই বল দেখি, এই পৃথিবীতে কে স্বাধীন আছে? স্বাধীন তো কেউ নাই।

দেখ বিনোদিনি, সম্রাট যে জন,
মন্ত্রীর অধীন সেই।
যত মহীধর, মহীর অধীন;
মাটি ছাড়া কিছু নেই॥
আকাশ অধীন, অর্ক শশধর,
তারা আদি জ্যোতি যত।
জলের অধীন, মকর কুম্ভীর,
মীন আদি জীব কত॥
বায়ুর অধীন, জীবের জীবন
অনল অধীন ক্ষুধা।

মোহের অধীন, দুর্জ্জয় মরণ,
জ্ঞানের অধীন সুধা॥
মন্ত্রের অধীন, দেব সমুদয়,
ধনের অধীন ধনী।
মনের অধীন, কাজ হয় যত,
নাগাধীন এ ধরণী॥
গরুড় অধীন, ভুজঙ্গ নিচয়,
তরুর অধীন লতা।
নরের অধীন, নারীগণ যত,
হইয়ে প্রেমানুরতা॥

সখি! ইহ সংসারে কে কোথায় স্বাধীন আছে বল? কেউ স্বাধীন নাই, সকলেই পরাধীন। এমন যে ঈশ্বর; তিনিও মায়ার অধীন। সখি স্বরূপে——

রমণী ভূষণ, চুনী মণি নয়,
পতিই ভূষণ হয়।
পতি যার নাই, অলঙ্কারে তার
কখন শোভা না রয়॥
পতিহীনা নারী, বিবিধ ভূষণে,
যদি হয় সুসজ্জিতা।
কিংশুকের প্রায়, সৌন্দর্য্য তাহার,
নাহি হয় সমাদৃতা॥

সখি! জগতে যদি সুখিনী হতে চাও; তা হলে এই কদর্য্য পণের প্রথা ছেড়ে দিয়ে, মনের উল্লাসে কোন সুন্দর সুজন যোগ্য ব্যক্তিকে আত্ম সমর্পণ কর।

সুরূপা। সখি! আর তোমরা আমাকে গঞ্জনা দিওনা। আমি দিব্বি করে বল্‌চি আর শক্ত পণ কর্‌বনা।

সুকেশী। আচ্ছা বোন্; তা হলেই হল। (পট পতন ঐক্যতান বাদন)

দৃশ্য। বুদ্ধিমানের বাসাবাড়ি,
বুদ্ধি—গোপালের প্রতি।

গোপাল! আমার আগে কে পণ পুরণ কোর্ত্তে এসেছিল; তুমি জানো?

গোপাল। মহাশয়ের আগে বিজয়পুরের রাজপুত্র যুবরাজ বিদ্যাচন এসেছিলেন।

(বুদ্ধি ক্ষণেক চিন্তা করিয়া পরে) তিনি কি পণ দিতে পরাজয় হলেন?

গোপাল। তিনি অনেকগুলি পণ দিয়ে শেষে পরাজয় হয়ে পোড়লেন্।

বুদ্ধি। তাঁর বয়ক্রম কত হয়েছে?

গোপাল। মশায়েরি বয়সী হবেন। আহা অনেক রাজ কুমার কে দেখ্‌লেম্ কিন্তু তাঁর মত সজ্জন, আর সুরূপ যুবা, আমরা কখন দেখিনে।

বুদ্ধি। গোপাল! তুমিও অতি সজ্জন।

গোপাল। আর মশাই সজ্জন; আমি এখন পর্য্যন্ত লজ্জায় মুখ তুল্‌তে পারিনে।

বুদ্ধি। ক্যান বল দেখি?

গোপাল। মশাই! সেই রাজকুমার বিদ্যাচনের একটি আংটী হারিয়ে যাওয়াতে; তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন্; গোপাল! তুমি কি একটা আংটী কুড়ুয়ে পেয়েছ? আমি বল্লেম কোই মশাই; আমিতো আংটী টাংটী কিছু পাইনে। তিনি আমার উত্তর শুনে কোন কথা না করে, বারম্বার আমার মুখ পানে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন্; তাতে আমার এমন ভয় বোধ হোল; যেন তিনি আমাকেই নিশ্চয় চোর ঠাউরেছেন কিন্তু আমি কিছুই জানিনা।

বুদ্ধি। বল কি, তার,পর, তার পর?

গোপাল। তারপর, তাঁতে আমাতে অনেক খুঁজলেম্; কিন্তু পাওয়া গেলনা। আবার ঐ সময়ে পণ নিতে এসেছিল; তিনি আর পণও দিতে পারলেন্‌না। সুতরাং তাঁকে কারাগারে যেতে হোল। আমিও সেইপর্য্যন্ত মর্ম্মে মরে রয়েছি।

বুদ্ধি। তা, তাতে আর তোমার লজ্জা কি; তুমিতো তা চুরি করনি?

গোপাল। আর মশাই! চুরি করি আর না করি, —যাক্ যাক্ এখন ও সব কথা যাক্, ঐ দেখুন্ সুকেশী দিদি পণ নিতে আস্‌চে।

সুকেশীর প্রবেশ। মহাশয়! আমি রাজ তনয়ার প্রেরিতা, আজ তিনি মণিময় রেকাব একখানি চেয়েছেন।

বুদ্ধিমান। আচ্ছা; দিচ্চি। (অন্য ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক পুনরা-গমন করিয়া) ললনে! এই পণ গ্রহণ কর। (অর্পণ)

সুকেশী। অতি চমৎকার, অতি চমৎকার!! তবে আমি চল্লেম।

(প্রস্থান) পট পতন।

ঐক্যতান বাদন।

দৃশ্য। সুরূপার আলয় তথা সুরূপা সহচরীগণ প্রভৃতি।

সখিগণ! আজ সুকেশীর এত বিলম্ব হ'চ্চে কেন বল দেখি?

সুরামা। ঐ যে সুকেশী আসচে।

সুরূপা। ওমা তাই ত, ছুঁড়ি অনেক দিন বাঁচবে।

(সুকেশীর প্রবেশ) সুকেশী। রাজকন্যা! এই নেও তোমার পণ গ্রহণ কর।

পণ লইয়া সুরূপা। আমি যখন দিব্বি ক'রে বলেছি আর শক্ত পণ কর্‌বনা; তখন তার আর কথা কি? তা নৈলে কেমন পণ দিত, তা বুঝ্‌তুম।

সুরামা। তবে তুমি একেও হারাবে দেখ্‌চি?

সুরূপা। হাঁ সখি! একেও আমি হারাব।

সরলা। এই রকমে সকলকে হারাতে হারাতে শেষে পিতৃ-রাজ্য পর্য্যন্ত হারাবে আর কি!!!

সুরূপা। সরলে! পিতৃ রাজ্য হারাব কেন বল?

সরলা। আর বোল্‌ব কি বল? যখন ব্রহ্মাণ্ডের নরপতিগণকে শত্রু কোরে তুল্‌চ, তখন এ রাজ্য ত স্বপ্নের মত দেখ্‌চি।

সুরূপা। কেন আমার পিতা কি বীর নন?

সরলা। যদি ব্রহ্মাণ্ডের বীর এক মত হয়, তা হ'লে তিনি একা বীর হয়ে কি করবেন বল?

স্বরূপা। পিতার যদি সে ভয় থাক্‌তো, তাহলে আমাকে নিষেধ কর্ত্তেন।

সরলা। যাগ্ দিদি; আর ওসকল কথাবার্ত্তায় কাজ নাই; আমরা এখন চল্লেম।

(সখিগণের প্রস্থান)

স্বরূপা। (স্বগতঃ) বোধহয় এ ব্যক্তির কাছেও কোন রকম বস্তু আছে—আচ্ছা; কাল সরলাকে পাঠিয়ে দিয়ে তার পেচন নিলেই জানতে পাব্‌ব;—যদি একান্তই বিবাহ কত্তে হয় তাহলে বিদ্যাচনকেই বিবাহ করা উচিৎ। বিদ্যাচন, রূপবান, গুণবান, বিদ্বান এবং সুশীল, আবার সম্রাটের পুত্র; এমন সৎপাত্র থাক্‌তে আর কাকে আত্ম সমর্পণ কোর্‌ব? কিন্তু একথা এখন প্রকাশ করা হবে না।

(দামিনীর প্রবেশ।

দামিনী। রাজতনয়ে রাজমহিষী তোমাকে ডাক্‌চেন;

স্বরূপা। চল যাই চল। [প্রস্থান।

পটপতন। ঐক্যতান বাদন।

দৃশ্য। (বুদ্ধিমানের বাসাবাড়ি তথা বুদ্ধি স্বগতঃ)

বোধ হয়, চন্দ্রমুখী যে আংটিটা দিয়েছিলেন; সখা সেই

রত্নই হার্‌য়েছেন। তা না হোলে তিনি জেলে যাবেন কেন?—যা হোক যখন আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি তখন আর তাঁর কোন ভয় নাই—এই যে গোপাল আস্‌চে—

গোপাল! আজ তোমার এত বিলম্ব কেন? কোথাও গিয়েছিলে নাকি?

গোপাল। আজ্ঞে না, (মৃদুস্বরে) গোল্‌ টোল্‌ কোর্‌বেন্‌ না. আজ রাজকন্যা, মশায়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন; তা আমি আপনার কি জানি, যে পরিচয় দোব। কাজে কাজেই বোল্‌তে হোল, আমি তাঁর কিছুই জানিনে।

বুদ্ধিমান। আচ্ছা, গোপাল! রাজ কন্যার বয়স হয়েছে কত?

(গোপাল বিরক্ত ভাবে) আর মশাই বয়েস হয়েচে কত? কি বোল্‌ব যে সেটা সম্পর্কে ভগ্নী হয়, তা নৈলে, তার মুখে অগ্নি দিয়ে পাল্‌য়ে যেতেম্‌।

বুদ্ধিমান। ছিছি; গোপাল ও কথা বোল্‌তে নাই।

গোপাল। আরে মশাই! আমি কি ইচ্ছে করে বলি; প্রায় ১৫। ১৬ বৎসর বয়েস হোল, তেমন সুন্দরী মেয়ে কি আর আইবুড়ো থাকা ভাল দেখায়?

বুদ্ধিমান। গোপাল! চুপকর, চুপকর, ঐ বুঝি সরলা পণ নিতে আস্‌চে।

(সরলার প্রবেশ।)

সরলা। মহাশয়! রাজকন্যা একটি পান্নার গোরু চেয়েছে।

বুদ্ধিমান। আচ্ছা, দিচ্চি অপেক্ষা কর। (গোপাল গৃহে যাইবা পুনরাগত হইয়া) সরলে! এই পণ গ্রহণ কর (অর্পণ)।

(সরলা পণ লইয়া) মহাশয়ের কোন কষ্ট টষ্ট হচ্চে না তো ?

বুদ্ধিমান। আপাতত গোপালের যত্নে কোন কষ্টই নাই ; কিন্তু শেষেতে যদি জেলে কষ্ট পাই ; তা হোলেই ইতঃভ্রষ্ট-স্ততঃনষ্ট হয়ে শেষে প্রাণ নষ্ট হবার সম্ভাবনা।

সরলা। ঈশ্বর করুন, যেন, সে কষ্টে আপনাকে পড়্‌তে না হয়।

বুদ্ধিমান। সরলে! রাজকন্যার ইচ্ছামত পণ পুর্ণ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। যদি তিনি ১৫টি পণ নির্দ্দিষ্টরূপে প্রকাশ কর্ত্তেন ; তা হলে অনেকেই তাঁকে পণ দিতে পার্‌তেন্। ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি পণের জিনিস্ উপস্থিত না থাকে, তা হলে, তার মূল্য দিলে কি মঞ্জুর হতে পারে না ?

সরলা। না, তা হতে পারে না ; তিনি যখন যা চাইবেন, তখনি তাই দিতে হবে।

বুদ্ধিমান। আচ্ছা দেখি, কত দূর পর্য্যন্ত পারা যায়।

সরলা। উঃ অনেক দেরি হয়ে গেল ; আমি প্রস্থান করি।

(প্রস্থান) পট পতন (বাদন)

দৃশ্য। স্বরূপার আলয় তথা স্বরূপা সখিগণ সহিত উপবেশন। সরলার প্রবেশ, দেখিয়া স্বরূপা।

সখি! আজ এত বিলম্ব কেন ?

সরলা। কাজের গতিকে দেরি হয়ে পড়ে ; এই তোমার পণ নেও।

পণ লইয়া—স্বরূপা। সখি! পণ ত পেলেম, বিলম্ব হল কেন বল ?

সরলা। মানুষের সঙ্গে দুটো কথা কৈতে গেলেই; একটু বিলম্ব হয়।

স্বরূপা। এতক্ষণ কার সঙ্গে, কি কথা হোচ্ছিল?

সরলা। যিনি পণ পূর্ণ কর্ত্তে এসেচেন্, তাঁরি সঙ্গে তোমার পণের কথা হচ্ছিল।

স্বরূপা। তিনি পণের কথা, কি বল্‌ছিলেন্?

সরলা। তিনি বল্লেন, যদি পণের জিনিস্ উপস্থিত না থাকে; তা হলে তার মূল্য দিলে কি মঞ্জুর হতে পারে না।

স্বরূপা। তুমি তার উত্তর দিলে কি?

সরলা। আমি বল্লুম্ না, তা হতে পারে না; তিনি যখন যা চাইবেন, তখনি তাই দিতে হবে।

স্বরূপা। সখি! বোধ হয়, আর সে পণ দিতে পার্‌বে না।

সরলা। ঈশ্বর জানেন, পার্‌বে কি না পার্‌বে।

(নেপথ্যে গীত।)

স্বরূপা। সখি! কে চমৎকার গান কর্‌চে না?

স্বরামা। ও তো অনেকক্ষণ ধরে গান কর্‌চে; তুমি কি এতক্ষণ শুনতে পাওনি?

স্বরূপা। না ওকে ডাক্‌তে পারো?

স্বরামা। আচ্ছা, ডাকাচ্চি। (মুক্তকণ্ঠে) দয়াল্ সিং!

(দয়াল সিংয়ের প্রবেশ) দয়াল। হাজির হ্যায়; কেয়া হুকুম?

স্বরামা। বাহার মে যো গান কর্‌তা হ্যায়; উস্‌কো বোলায় লে আও।

দয়াল। যো হুকুম্; হাম্ বোলাতে হেঁ (প্রস্থান) সংগীতকারিণীর সহিত দয়ালের প্রবেশ।

দয়াল। গাইনেওয়ালী আয়ি হ্যায়।

সুরামা। আচ্ছা; তোম্ বাহার যাও।

দয়াল। যো হুকুম্; হাম্ চলে। (প্রস্থান)

সুরামা সংগীত কারিণীর প্রতি। হেঁগা! তুমি কি এতক্ষণ গান গাইছিলে?

সংগীত কারিণী। হেঁ মা; আমিই গান কর্‌ছিলুম্।

সুরামা। আহা তোমার গানটি বেস; একটা গান কর দেখি।

সংগীত কারিণী। যে আজ্ঞে; আমার পরম সৌভাগ্য।

(বাউলের সুর)

কার্ ভজনা কর মন?
ভজরে দিবা নিশি একা বসি রাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ॥
শুনেছি দয়াল হরি ভাসিয়ে তরি করেছেন্ কর্ণ ধারণ।
যেতে ভব পারে কর্ণধারে কর আত্ম সমর্পণ॥
আছে পীর্ পেগম্বর যিশু খ্রীষ্ট আদি মাঝি অগণন।
এরা মাঝা মাঝি গিয়ে তরি জলেতে করে মগন॥
নামে নিতাই গৌর দুটো ছোড়া; তারাও পোক্ত নয় তেমন।
এরা দাড়ি গিরি কর্‌তে পারে, হালির কর্ম্মে অচেতন॥
রয়েছে ব্রহ্ম নামে আর এক মাঝি, শিক্ষা নবিস সে জন।
হেরে ভবের তুফান ভয় পেয়ে সে, করেছে আত্মগোপন॥

সুরামা। আহা বেস্ গান, বেস্ গান, হেঁগা! তোমার নাম কি?

গায়িকা। আমার নাম কমলা।

সুরামা। তোমার গলাটি যেমন মিষ্টি; নামটিও তেম্‌নি মিষ্টি।

সুকেশী। আচ্ছা, তুমি আর একটি গান কর দেখি।

ভবের খেলা বোঝা ভার।
যে জন এ খেলচে খেলা দুটি বেলা করি তারে নমস্কার॥
শুনেছি কাল কোল ভঙ্গি বাঁকা মধু সূদন নামটি তার।
লয়ে পঞ্চভূতে মায়াসূতে গাঁথে নানা মত হার॥
গেঁতেচে জীবের মালা চিকন্ কালা রং বেরংয়ে চমৎকার;
নিজে মালার উপর; বসে আছে হয়ে মেরু অবতার॥
খেলুড়ে খেলতে খেলতে বাজায় বাঁশি রাধা রবে অনিবার।
সেই রাধার গুণে সে নির্গুণে হয়েছে গুণের আধার॥

সুকেশী একটি মুদ্রা দিয়া। এই নেও বাছা! আর একদিন এস; ভাল করে শোনা জাবে।

নায়িকা। আচ্ছা, মা! আর এক দিন আস্‌ব। (প্রস্থান)

সুরূপা। সুকেশীর প্রতি। সুকেশী! তুই একটা গান্ করনা ভাই।

সুকেশী। বেস; এখন কি গান কর্‌বার সময়, বেলা যে প্রায় ১০টা হয়েছে; তা জানো?

সুরূপা। বেলা যতই হোক, তোর একটা গান না শুনে, আর উট্‌চিনে।

সুকেশী। আচ্ছা ভাই! সকল রকমেই তোমার ধনুক ভাঙ্গা পণ; তবে একটা শোন!

কালাংড়া আধা।

যৌবনে হয়েছ মত্ত জাননা কি হবে পরে।
রবেনা তোমার এ দর্প কন্দর্পের পঞ্চশরে।

বল দেখি সহচরি তোমারে জিজ্ঞাসা করি
কমলিনী হয়ে কি সই তুচ্ছ করে মধুকরে ॥
করোনাক অহঙ্কার ভেবে দেখ অহং কার
তুমি তার সে তোমার আছে এই পরস্পরে ॥
(পট পতন ঐক্যতান বাদন)

দৃশ্য। স্বরূপার বাটী, স্বরূপা সখিগণ সঙ্গে উপবিষ্টা।

(গোপালের প্রবেশ ; গোপাল স্বরূপার প্রতি) রাজতনয়ে! যিনি পণ পূর্ণ করতে এসেছিলেন তিনি পলাতক হয়েছেন।

স্বরূপা। গোপাল! বল কি? সে কেমন করে পলালো?

গোপাল। তা দিদি, কেমন কোরে বোলব্ বল?

স্বরূপা। আচ্ছা, প্রহরীগণকে ডেকে নিয়ে এস।

(প্রহরীগণের প্রবেশ) প্রধান প্রহরী। আজ্ঞে আমরা হাজির আছি।

স্বরূপা। কে তোমরা?

প্রহরী। আজ্ঞে ; আমরা কোটাল।

(স্বরূপা আরক্ত নয়নে)

শুনরে কোটালগণ, কোথা গেল সেই জন,
তোরা সবে থাকিতে সেখানে।
খুঁজে আন ত্বরা যেয়ে, বোধহয় ঘুস্ খেয়ে,
ছেড়েছিস্ সেই বুদ্ধিমানে ॥

তা নহিলে সাধ্যকার, সে কপাট হয় পার,
অধিকার শমনের নাই।
এড়াতে তোদের কাছে, বল্ কার্ সাধ্য আছে,
মনে মনে ভাবিতেছি তাই॥
যদি নাহি পাস্ তারে, তা হইলে তো সবারে,
বেড়ি দিয়ে করিয়ে বন্ধন।
পিতার নিকটে গিয়ে, তাঁহার অনুজ্ঞা নিয়ে,
একে একে করিব ছেদন॥

যাও শিগ্গীর্ তার অন্বেষণ কর। যে তাকে ধর্‌তে পার্‌বে, তাকে আমি ও থানি গাঁ পুরস্কার দোব।

প্রহরী। যে আজ্ঞে আমরা চল্লেম। (প্রস্থান)

স্বরূপা সখিগণ প্রতি ;) সখিগণ! কি আশ্চর্য্য দুষ্ট পালালো কেমন করে?

সরলা। কাল যখন শুন্‌লেম্ পণের বদলে ধন দিতে চায়, তখনি জান্‌তে পেরেছি আর তার ক্ষমতা নাই।

সুরানা। যা হোগ ভাই! বড় কিন্তু পালয়েছে্।

সুকেশী। এ সমাচার মহারাণীকে দেওয়া উচিত হচ্ছে।

স্বরূপা। ভাল কথা বলেচ ; চল আমরা তাঁর কাছে যাই চল।

গোপাল। আমি কি কোর্‌ব?

স্বরূপা। তুই সভায় গিয়ে রাজাকে বোল্‌গে যা।

গোপাল। তবে আমি চল্লেম্।

(প্রস্থান) পটপতন (বাদন)।

দৃশ্য। এক বৃহৎ পুষ্করিণির সোপানের সন্মুখে এক বটবৃক্ষ মূলে ভস্ম দিগ্ধাঙ্গ বুদ্ধিমান আসীন।

বুদ্ধি। (স্বগতঃ) উঃ কি বিপদ!!! এটা রাজকন্যা নয়, কোন মায়াবিনী ডাকিনী রাজকূলে জন্মেছে। পাপিষ্ঠার বিবাহের বাসনা থাক্‌লে কি মানুষের সঙ্গে এ রকম ব্যাভার করে? বোধহয় আমার আংটীটি যে রকমে চুরি গ্যাছে; বন্ধুর আংটীটিও সেই রকমে গিয়েছে। কিন্তু যে রকমেই যাক্; আদায় না করে আর যাচ্চিনে। এমন অমূল্য ধন, কি বোকার মতন্ খুয়ো যাব? তা কখনই যাব না।———যদি আমার নাম যথার্থ বুদ্ধিমান হয়, তা হোলে বন্ধুর মোচন, অঙ্গুরীর প্রত্যাহরণ আর সেই দুষ্টাকে বিলক্ষণরূপে শাসন কোর্‌বই কোর্‌ব; তা নৈলে আমার নাম বুদ্ধিমানই নয়।——এই উদাসীন ভাবে এই স্থানে বসেই উপায় চিন্তা কর্ত্তে হবে—যাই; কতকগুলো কাট্‌ কুটো এনে ধুনী জ্বেলে বসি।

[পটপতন]

দৃশ্য। স্বরূপার আগার, তথা স্বরূপা সখিগণ প্রভৃতি।

সখিগণ! রাজ সরোবরে একটি উদাসীন এসেছে নাকি?

সরলা। শুন্‌চি বটে, তুমি কার কাছে শুন্‌লে?

স্বরূপা। দামিনি মার কাছে বোল্‌ছিল; আমি তাইতেই শুনলেম।

সরলা। তবে ভাই কারো কাছে বোলো টোলোনা; আমি কাল্ তাঁকে দেখে এসেচি।

স্বরূপা। তিনি নাকি অনেক্ কে অনেক রকমের ওষুধ্ টোষুধ্ দিচ্চেন?

সরলা। ও ভাই! সেকথা আর বোল্‌ব কি, যাকে যা বোলে ওষুধ দিচ্চেন, তার তাই হচ্চে; এমন সিদ্ধ পুরুষ কেউ কখন দেখেনি!

কল্‌সী কক্ষে দাসীগণের প্রবেশ, স্বরূপা দাসীগণের প্রতি।

হেগা! তোরা কি রাজ-সরোবরে জল আন্‌তে গিয়েছিলি?

দাসী। আমরা তো রোজি সেই পুকুর থেকে জল আনি; তুমি তো আর অন্য জল খাওনা।

স্বরূপা। সে খানে নাকি একজন সন্ন্যাসী এসেচেন্।

দাসী। তিনি তো আজ কদিন ধোরে এসেচেন্।

স্বরূপা। তোরা তাঁর সঙ্গে কথা টথা কয়েছিলি?

দাসী। তিনি বড় কত্তা বার্ত্তা কন্‌না, তবে যে যা ওষুদ্ পালা টালা চায়, তা দেন্।

স্বরূপা। তাঁর বয়েস কত হয়েছে?

দাসী। বোধহয় ৫০।৬০ হয়েছে; কিন্তু মুক্‌খানি যেন চল্ চল্ কর্‌চে।

দামিনির প্রবেশ; দামিনি স্বরূপার প্রতি।

স্বরূপে! রাজ্ঞী তোমাকে ডাক্‌চেন।

স্বরূপা। চল যাই চল। (পটপতন)

দৃশ্য। রাজ সরোবরের বাঁধা ঘাটের উপরে ধূনী জ্বালিয়া সন্ন্যাসী বেশে বটবৃক্ষ মূলে বুদ্ধিমান উপবিষ্ট হইয়া স্বগতঃ ভাবে।

তাই তো, কি উপায়ে যে স্বকার্য্য সাধন কোরব্, তার কিছুই নিশ্চয় কর্‌তে পার্‌চিনে। আর ভাব্‌তেও পারিনে। একটা ভজন গাই।

গীত।

ভূল গেঁই বৃন্দাবন মথুরা রাজ পাই।
কাঁহা তেরে বাছুরীগণ কহত মে কানাই॥
কাঁহা ব্রজ বাল সব,
কাঁহা তেরে মুরলী রব,
কাঁহা তেরে পিতা নন্দ,
কাঁহা যশোদা মাই॥
কাঁহা তেরে কুঞ্জ বন,
কাঁহা ব্রজ গোপীগণ,
কাঁহা তেরা প্রাণ ধন,
কনক কমল রাই॥

ঐ না একটি স্ত্রীলোক কি হাতে কোরে আস্‌চে।

(কুমুদিনীর প্রবেশ; কুমুদিনী সন্ন্যাসীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে দণ্ডায়মান)

বুদ্ধিমান। বোস্ বাছা বোস্, তোমার নাম কি? তুমি বড় ভাগ্যবতী দেখ্‌চি।

কুমুদিনী। আমার নাম কুমুদিনী; আমি রাজকন্যার দাসী।

বুদ্ধি। কি মনে করে এসেছ?

কুমুদিনী। এই খানে ময়রাবাড়িতে রাজকন্যার সন্দেশ আন্‌তে গিয়েছিলুম্; তা মনে ভাব্‌লুম্ যে, আপনাকে অমি দর্শন্ কোরে যাই। তাই এসেচি।

বুদ্ধি। আচ্ছা; এই পুকুর থেকে এক করঙ্গ জল এনে দেও দেখি।

কুমুদিনী করঙ্গ লইয়া) আমার পরম ভাগ্যি যে, আপনি আমাকে জল্ আন্‌তে বল্লেন্।

বুদ্ধিমান। করঙ্গ টী ভালো করে ধুয়ে ফেলে জল এনো।

(আচ্ছা বলিয়া কুমুদিনী জলাশয়ে নাবিবা মাত্র ওই অবসরে বুদ্ধিমান চন্দ্রমুখী দন্ত ফলের শাঁস লইয়া সন্দেশে মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন।

(কুমুদিনী জল আনিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া পুনঃ প্রণাম করিয়া করযোড় পূর্ব্বকভক্তি ভাবে) প্রভো! তবে আমি যাই?

বুদ্ধি। ভগবান তোমার মঙ্গল্ করুন, যাও তুমি যাও!

(সন্দেশ লইয়া কুমুদিনী প্রস্থান করিলে পর ;
বুদ্ধিমান উল্লাসিত হইয়া স্বগতঃ)

বোধ হয় এই বারে মনের বাসনা পূর্ণ হবে। হে ঈশ্বর! বাসনা সফল করুন।

গীত।

কর কর মানস পূর্ণ মধুহা মুরারে।
তোমা বিনে সঙ্কটে নাথ আর কে নিস্তারে॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু, তুমি শিব তুমি জিষ্ণু,
তুমি চন্দ্র দিবাকর, প্রণমি তোমারে॥
তুমি ভক্ত মনোরঞ্জন, ভীত জন ভয় ভঞ্জন,
করি তব পদ স্মরণ, সাধ্য অনুসারে॥ পটপতন।

দৃশ্য। (সুরূপার মাতা রাণী সত্যবতীর মহল)

তথা সত্যবতী সখির প্রতি।

দামিনি! আমার খাওয়া দাওয়া একেবারে উঠে গেল দেখ্‌চি; আর আমার দিনেও আহার নাই; রেতেও নিদ্রে নাই, কেবল সুরূপার ভাবনা ভেবে ভেবেই প্রাণটা যাবে দেখ্‌চি। তত বড় মেয়ে কি আর আইবুড়ো ভাল দেখায়?

দামিনি। তা আর ভাব্‌লে কি হবে বল? যে দিন তার বের ফুল ফুট্‌বে, সে দিন আর কোন ভাবনাই থাক্‌বে না।

পদ্ম। রাজমাহিষি! যদি পণের ব্যাপারটী তুলে দিতে পার, তা হলে আর তোমাকে ভাব্‌তে হয় না; তা নৈলেও ভাবনা তোমার শীগ্‌গির যাচ্চে না।

মুঞ্জরী। তোমরা চুপ কর, বোধ হচ্চে রাজা আস্‌চেন।

(রাজার প্রবেশ।)

রাণী। (বিষাদভরে) মহারাজ! সুরূপার বিবাহের উপায় কি? তত বড় মেয়ে কি আর অমনি থাকা ভাল দেখায়?

তুমি ও সকল পণ টন্ তুলে দেও। যাতে মেয়েটির বিবাহ হয় তার চেষ্টা কর।

রাজা। মহিষি! তোমা অপেক্ষা আমি শতগুণে উৎকণ্ঠিত হয়েছি; কিন্তু কি কর্‌ব যে তার কিছুই নিশ্চয় কর্‌তে পার্চ্চিনে।

রাণী। আর ভাব্‌নায় টাব্‌নায় কাজ নাই; যে সকল রাজা বা রাজপুত্রগণ বন্দি আছে তাদের মুক্ত ক'রে দেও; আর তাদের পণ ছলে যে সকল বস্তু গ্রহণ ক'রেছ সে সকলও ফির্‌য়ে দেও। পরে একটী সুপাত্র দেখে মেয়েটার বিবাহ দিন্।

রাজা। রাজ্ঞি! তুমি যা বল্লে, ও পরামর্শ বড় মন্দ নয়; আচ্ছা আমি তাই ক'র্‌ব।

অতঃপর মুঞ্জরীর প্রতি রাজা। মুঞ্জরি! সুরূপার জন্য মনটা বড় কাতর হোল, একটা গীত গাও দেখি।

মুঞ্জরী। যে আজ্ঞা মহারাজ;——

সিন্ধুকাপি—মধ্যমান।

ব্যাকুল হতেছ কেন বলনা পাগল মন।
সাধ্য কার খণ্ডাতে পারে আছে যা বিধি লিখন॥
জীবের ভোগ যে সব, অদৃষ্ট করে প্রসব।
কর্ম্ম ফলেতে সম্ভব, ইন্দ্র আদি সর্ব্বজন॥
কহে দ্বিজ নবকৃষ্ণ, ভাবিয়ে নিজ অদৃষ্ট।
হয়ে আছি উপবিষ্ট, যেন স্তম্ভের মতন॥

(গীতাবসান হইবা মাত্র একজন দাসী আসিয়া রাজা এবং রাণীর প্রতি) এই যে রাজা রাণী দুজনেই আছেন;

মহারাজ! শীঘ্র সুরূপার মহলে আসুন, তিনি জলযোগ করতে হঠাৎ বানরী হয়ে পড়েছেন।

রাজা। বানরী হয়েছে কি?

দাসী। মহারাজ! আর তাঁর পূর্ব্বরূপ নাই—দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন্।

বলিস্ কি? চল্ দেখি গে!!! (সকলের প্রস্থান) পট পতন।

দৃশ্য। সুরূপার মহল, তথা বানরী সুরূপা ও সখিগণ।

(সরলা সুরামার প্রতি) সুরামে! একি আশ্চর্য্য রোগ ভাই!

সুরামা। আশ্চর্য্য না আশ্চর্য্য!! মানুষে যে একবারে বাঁদর হয়ে যায়, এমন রোগ তো কেউ কথন দেখেও নি আর শোনেওনি. অবাক্! ছিষ্টি ছাড়া রোগ আর কি!!!

সুকেশী। হা দেখ! কেবল পাঁজ্জনের মন্নিতে পোড়ে এই রোগ্‌টি হয়েছে।

রাজা রাণী ও দামিনি, পদ্ম এবং মুঞ্জরীর প্রবেশ।

(রাণী সরোদনে) কোই আমার সুরূপা কোই?

(সরলা সকাতরে) আর কি তোমার সে সুরূপার সুরূপ আছে; ঐ দেখ বানরী হয়েছে!!!

(রাণী সুরূপার প্রতি) হ্যাঁ মা সুরূপা! তোর্ কপালে কি এই ছিল? আমি যে অনেক সাধ করে তোর নাম সুরূপা রেখেছিলুম্; তার ফল কি এই হোল? হে পর্‌মেশ্বর! আমি তোমার কাছে, কি, অপরাধ করেছি

যে আমাকে এই ঘোরবিপদে ফেল্লে? দাসিদি! আমাকে গরল এনে দে আমি পান করি।

মহারাজ! আমার অন্তর দগ্ধ হয়ে যাচ্চে, এখন উপায় কি?

(রাজা বিমর্ষ ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস পরিহার পূর্ব্বক মৃদুস্বরে)

রাজ্ঞি! উদ্বিগ্না হোয়োনা, বিপদকালে ধৈর্য্য হওয়াই উচিত। ভয় কি?

রাণী। মহারাজ! আর আমার বাঁচ্‌বার সাধ নাই; যদি সুরূপা আবার সুরূপা হয়, তবেই মঙ্গল; তা না হোলে, আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মোর্‌ব।

রাজা। মহিষি! আমি এই প্রতিজ্ঞা কর্‌চি; যে ব্যক্তি আমার সুরূপাকে আরোগ্য কর্‌তে পার্‌বে; আমি তাকে অর্দ্ধ রাজত্ব আর চারটি সুন্দরী কামিনী প্রদান কোর্‌ব; কিম্বা সজাতি হোলে সুরূপাকেও দান কোর্‌ব। সরলে! তোমরা সুরূপাকে সাবধান হয়ে রক্ষা কর; আর আমি এখানে দাঁড়াতে পারিনে।

(রাজার প্রস্থান)

রাণী। সরলা! তোরা কি ঠাওরাচ্চিস্ বল্ দেখি।

সরলা। আমি তো এর কিছুই ঠাওরাতে পার্‌চিনে।

সুরামা। আমার বোধহয় কোন রকম বাতাস টাতাস্ লেগে থাকবে।

সুকেশী। তা হোলেও হতে পারে, তবে তো একজন রোজা এনে দেখালে হয়।

রাণী। দেখি, আগে বদ্দিরা এসে কি বলে; তার পর যা হয়, তা করা যাবে।

মুঞ্জরী। যদি রোজা দেখাতে হয়, তা হোলে তিনকড়ি চাঁড়াল কে দেখ্‌ইয়ো।

পদ্ম। তার বাড়ি কোথা, সে কি ভালো রোজা?

মুঞ্জরী। তার বাড়ি আমার শ্বশুরবাড়ির কাচে; তেমন রোজা আর নাই।

দামিনী। বোধ হয়, ঝাডান ঝোড়ানেই ভাল হবে।

পদ্ম। তা বৈ কি; একি জ্বর জাড়ি যে, বদ্দি এসে ভাল করবে; রোজাই এ রোগের বদ্দি; যেমন রোগ, তেমন বদ্দি না হোলে কি রোগ ভাল হয়?

(দাসী আসিয়া রাণীর প্রতি) রাজমহিষি! রাজা, ভোলানাথ কবিভূষণকে নিয়ে এখানে আসচেন্; আপনারা গোপন হোন্।

(অন্য ঘরে সকলের গমন; রাজা, আমাত্য এবং কবিভূষণের প্রবেশ)

(রাজা কবিরাজের প্রতি) কবিভূষণ! এই দেখ আমার সেই কন্যা কিরূপ হয়েছে!!!

(কবিরাজ অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া) মহারাজ! আমি তো কিছুই নিশ্চয় কর্ত্তে পার্‌লেম না। একি আশ্চর্য্য রোগ এ রোগের বিবরণ তো কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে নাই; আপনি অন্য কোন রকম চিকিৎসা অবধারণ করুন, বৈদ্যমতে এ রোগের চিকিৎসা অতি দুঃসাধ্য।

রাজা। তবে উপায় কি?——অমাত্য! তুমি নগরে নগরে ঘোষণা কর্ত্তে বল; যে ব্যক্তি আমার কন্যাকে আ রোগ্য

করতে পারবে, তাকে আমি অৰ্দ্ধ রাজত্ব আর চারিটি পবম সুন্দরী কামিনী পরিতোষিক দিব। কিম্বা সজাতি হলে সুরূপাকেও দিব।

অমাত্য। যে আজ্ঞা মহারাজ! আমি সর্ব্বত্রেই ঘোষণা কোর্‌ব। চলুন্ আর আমাদের এখানে থাক্‌বার আবশ্যক করে না।

রাজা। চল, তবে যাই চল। (রাজা অমাত্য ও কবিরাজের প্রস্থান। নারীগণের প্রবেশ)

পদ্ম। আমি আগেই বলেচি যে, বদ্দি টদ্দির কৰ্ম্ম নয়; এ ছিষ্টি-ছাড়া রোগ।

রাণী। তাই তো গা, এখন উপায় কি? এমন রোগ কোথা থেকে নিয়ে এলো?

মুঞ্জরী। এ রোগ, কেবল পাঁজ্জনের মনস্তাপেতেই হয়েছে।

সুকেশী। ঠিক বলেচ, ও কথা আমি আগেই বলেচি।

দামিনী। আর আমাদের এখানে গোল কর্‌বার দর্‌কার করেনা। সরলে! বাছা, সুরূপা যাতে একটু সুস্থ থাকে তার চেষ্টা কর; মিছে হাট পাকালে কি হবে?

রাণী। দামিনি! আমার মরণ হোলে বাঁচি, আর আমার সুখ নাই। দেখ আমার ছেলে নাই, পুলে নাই, কেবল একটা মেয়ে, তাতেও আবার এই বিভ্রাট!!!

সুরামা। মা! আপনি আর কাতর হবেন্ না; ভয় কি? মহারাজা কি চেষ্টা কর্‌তে কসুর কর্‌বেন?

রাণী। ও বাছা! চেষ্টা তো বিধিমত প্রকারেই হবে; এখন্ আমার কপাল হোতে ভাল হলে হয়।

দামিনী। বালাই! যেটের বাছা, এতো মরণের রোগ নয় যে ভাল হবে না, ভাল হবেই হবে।

রাণী। দামিনি! তোর কথা সত্যি হোক্। মা কালী আমার স্বরূপাকে ভাল করুন; আমি তাঁকে বুক চিরে রক্ত দোবো।

(দাসীর প্রবেশ; দাসী রাণীর প্রতি) ঠাকুরাণি! মহারাজা অন্তঃপুরে এসেচেন।

(রাণী চক্ষের জল মুছতে মুছিতে) চল বাছা যাই চল। (প্রস্থান)

পটপতন (ঐক্যতান বাদন)

(দৃশ্য। রাজ সরোবরে নগর বাসিনিগণের কথোপকথন)

প্রথমা। হ্যাগা! রাজার মেয়ে নাকি বানরী হয়েছে?

দ্বিতীয়া। হ্যাঁনা; শুন্‌তে তো পাচ্চি; কিন্তু সত্যি মিথ্যে ঈশ্বর জানেন।

তৃতীয়া। না গো; ও কথা মিছে নয়, আমাদের কর্ত্তা রাজ-বাড়ি থেকে শুনে এসেছেন।

চতুর্থী। হেঁ গা; তিনি কি রকম শুনে এসেচেন্?

তৃতীয়া। তিনি শুনে এসেচেন্; রাজকন্যা জলখাবার খেতে খেতে বাঁদুরী হয়ে পড়েচেন্।

চতুর্থী। অবাক্—এমন রোগ তো কখন শুনিনি।

তৃতীয়া। আমরা শুন্‌বো কোথ্যেকে মা! শুন্‌লুম্ ভোলানাথ বদ্দি বলেচে যে, এমন রোগ আমাদের শাস্‌তোরে নেই।

দ্বিতীয়া। ওগো! বড় লোকের বড় রোগ।

প্রথমা। আর বাছা, ও সব কথায় আমাদের কাজ নাই; এখন জল নিয়ে ঘরে যাই চল।

(বামকক্ষে কলসী লইয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা উদাসীন কে প্রণাম করিয়া রামাগণের প্রস্থান। বুদ্ধিমান অবসর পাইয়া স্বগত)

অবলাগণের মুখে যে কথা শুনলেম, যদি সত্য হয়, তা হলে আমাকে পায় কে? আমি তো কৃতকার্য্য হয়েছি। হে ঈশ্বর! যেন নারীগণের কথা সত্য হয়। পটপতন।

দৃশ্য। রাজ সভা, তথা মহারাজা শত্রুঞ্জয় সভাসদ্গণের প্রতি।

সভ্যগণ! আমার কন্যার যে প্রকার পীড়া হয়েছে তা তোমাদের অবিদিত নাই; আর আমি তার আরোগ্যের জন্য যে প্রকার চেষ্টা কর্‌ছি তাও তোমরা সচক্ষে প্রত্যক্ষ কোর্‌চ; কিন্তু কোন প্রকারেই আরোগ্য হচ্চে না, এখন উপায় কি?

প্রথম সভ্য। মহারাজ! "নচ দৈবাৎ পরং বলং" দৈবের বাড়া আর বল নাই; অতএব আপনি দৈব অনুষ্ঠান করুন্; তাতে নিশ্চয় আরোগ্য হবে।

দ্বিতীয় সভ্য। দৈবের আর কসুর কি বল? শিব স্বস্ত্যয়ন, নারায়ণকে তুলসী প্রদান, বটুক ভৈরবের স্তব, চণ্ডীপাঠ

প্রভৃতি কতরকম দৈবকার্য্য হচ্চে, তার আর সীমা পরি-সীমা নাই; আবার কি রকম দৈব কর্বেন্ তা বলুন?

প্রথম। আমার মতে যে সকল দৈবকার্য্যের স্রোত বোচ্চে তা বোগ্, তা ছাড়া তিনওক্ত আপদ উদ্ধারের পুঁতি শুনানো আর তন্ত্র মতে চিকিৎসা, এই হোলেই উত্তম হয়।

রাজা। তন্ত্রমতের উত্তম চিকিৎসক কি, তোমার সন্ধানে আছে?

প্রথম। মহারাজ! এই নগরে রাজ সরোবরে যে উদাসীন এসেছেন, তিনি যাকে যা ঔষধ দিচ্চেন, সে তাইতেই আরোগ্য হচ্চে। শুনচি যে, আর বড় বেশীদিন, তিনি এখানে থাক্বেন না, অতএব এই সময়ে তাঁকে এনে একবার দেখালে ভাল হয় না?

রাজা। ওঃ বটে বটে; আমি তাঁর কথা পূর্ব্বে শুনেছি; কিন্তু তিনি কারো বাড়িতে যান টান্ না, এখন তার উপায় কি বল?

মন্ত্রী। মহারাজ! বোধহয় আপনি স্বয়ং তাঁকে আহ্বান কর্লে, তিনি আস্তে পারেন।

রাজা। চল্, আমি এখনি যাচ্চি; কিন্তু অধিক গোলযোগ করে যাওয়া হবে না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে; তবে আমরা দুজনেতেই যাই চলুন।

রাজা। তবে চল, আর বিলম্বে প্রয়োজন করে না। (প্রস্থান)

পট পতন।

দৃশ্য। (রাজ সরোবর, তথা বুদ্ধিমান যোগাসনে উপবিষ্ট)

রাজা ও অমাত্যের প্রবেশ।

(রাজা ভূমিষ্ঠ হইয়া) ভগবন্! আমি এই দেশের রাজা। আপনাকে অভিবাদন করি।

বুদ্ধি। মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক; আপনি আমার পাদস্পর্শ কর্‌বেন না, আমি সর্ব্বত্যাগী, কারো প্রণাম গ্রহণ করি না।

(রাজা করযোড় করিয়া) ভগবন্! আমি ভয়ানক সঙ্কটে পতিত হয়ে, আপনার শরণ নিতে এসেছি, আমাকে বিপদ সমুদ্র হোতে উদ্ধার করুন!

বুদ্ধি। মহারাজ! বিপদের কাণ্ডারী সেই মধুসূদন, তিনিই আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার্ কর্‌বেন্। আপনার কি বিপদ উপস্থিত হয়েছে?

রাজা। ভগবন্! আমার তনয়া মিষ্টান্ন ভোজন কর্‌তে কর্‌তে সহসা বানরী রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। কোন ব্যক্তিই তাকে আরোগ্য কর্‌তে পার্‌চে না, এক্ষণে আপনার দয়া ব্যতিরেকে আর তার কোন উপায় নাই।

(বুদ্ধি ক্ষণেক কাল চিন্তা করিয়া) মহারাজ! ভয় নাই, তোমার কন্যা আরোগ্য হবে।

(রাজা প্রফুল্ল মনে) আপনি সদয় হলে কি না হতে পারে? কন্যাটীকে কি এই থানে আনয়ন কর্‌বো?

বুদ্ধি। এখানে তাঁকে আন্‌তে হবে না। তিনি যে স্থানে

যে আসনে বোসে বানরী রূপা হয়েছেন; তাঁকে সেই স্থানে সেই আসনে বোসে ঔষধ ভক্ষণ কর্‌তে হবে। এ রোগের ব্যবস্থাই এই। চলুন আপনার বাটীতেই যাই।

রাজা। যে আজ্ঞা, আমি পরম আপ্যায়িত হলেম, তবে অনুগ্রহ করে গাত্রোত্থান করুন্।

বুদ্ধি। তবে চলুন, কন্যাটির অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে দেখ্‌ছি।

(সকলের প্রস্থান) পট পতন।

দৃশ্য। (স্বরূপার মহল, তথা রাণী, রাণীর সহচরী ও স্বরূপার সখিগণ)

(রাণী দামিনির প্রতি) দামিনি! মহারাজার এত বিলম্ব হচ্চে কেন বল দেখি?

দামিনি। বোধ হয়, তিনি সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করে আন্‌বেন, তাই এত বিলম্ব হচ্চে।

রাণী। আহাঃ মা কালী করুন, যেন তিনি এসেই আমার মেয়েটিকে রোগ হতে মুক্ত করেন।

সরলা। মা! তুমি ব্যস্ত হোয়োনা, তাই হবে, তিনি বড় সহজ সন্ন্যাসী নন্, তাঁর ওষুদ্ যে পেয়েছে সেই ভাল হয়েছে।

রাণী। এখন আমার ভাগ্যে কি হয়, তাতো বল্‌তে পারিনে।

[দাসীর প্রবেশ, দাসী রাণীর প্রতি] ঠাকুরাণি! মহারাজা আর মন্ত্রী সন্ন্যাসীকে নিয়ে আস্‌চেন, আপনারা একটু সাবধান হোন্।

[দাসী বাক্যে সকলে অবগুণ্ঠন দিয়া মৃদুরবে দাসীর প্রতি] সন্ন্যাসী আস্‌চেন, সন্ন্যাসী আস্‌চেন?

দাসী। আসচেন কেন, ঐ যে এসেছেন।

(রাজা মন্ত্রী এবং সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

(রাজা যুগ্মকরে উদাসীনের প্রতি) ভগবন! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই আসনে আসীন হউন।

উদাসীন আসনে উপবিষ্ট হইলে, দাসী প্রভৃতি রামাগণ সন্ন্যাসীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে দণ্ডায়মানা হইয়া মৃদুভাবে রোদন।

(সন্ন্যাসী রামাগণ প্রতি) আপনারা রোদন করবেন না, ভয় কি, রোগীকে আনয়ন করুন।

(সুকেশী তাড়াতাড়ি বানরীকে আনিলে পর, উদাসীন সকলের প্রতি) আপনারা বসুন, আমি একটা গণনা কোরব।

(সকলে বসিলে উদাসীন) এ স্থানে কতগুলি লোক আছে?

মন্ত্রী। মহাশয় ব্যতীত ১০ জন আছে।

উদা। স্ত্রীলোক কয়টি, পুরুষ কয়টি?

মন্ত্রী। স্ত্রীলোক ৮টি, পুরুষ ২টি?

উদা। সকলের নাম একত্র করলে কতগুলি অক্ষর হয়?

মন্ত্রী। ৩২ অক্ষর হয়।

উদা। প্রথমেতে --১০ ৮২ ৩২ ——— ১২৪ ১৭ ——— ১৪১	দশের নীচে ৮২ বিরেশী, বিরেশীর নীচে ৩২ ঠিক দিয়ে হোল ১২৪—এক দুই চার, ১ চন্দ্র ২ পক্ষ ৪ বেদ। পূর্ণ-চন্দ্র, শুক্লকৃষ্ণ, সাম, ঋক, যজুঃ, অথর্ব্ব, সমস্ত অক্ষর মিলে ১৭টি বর্ণ হয়। পূর্ব্ববর্ণ সকলের সঙ্গে যোগ করে

১৪১কে দশ দিয়ে হরণ করলে বাকি থাকে ১। মহারাজ!

আপনার কন্যা নিশ্চয় আরোগ্য হবে, কিন্তু আমি মাতৃভাবে এই কন্যাটিকে গ্রহণ করে, যাকে অর্পণ কোর্‌ব, সেই এঁর স্বামী হবে, এ বিষয়ে আপনার মত কি?

রাজা। আপনি যা আজ্ঞা কর্‌বেন, আমি বিনা বিচারে তাই কোর্‌ব।

উদা। আচ্ছা, আচ্ছা, স্বরূপাকে আমার নিকট আনয়ন করুন, আর মহারাণী উহাঁর বামহস্ত ধারণ করুন, আমি এখনি উহাকে পীড়া হতে আরোগ্য করচি।

(রাজা যে আজ্ঞা বলিয়া সন্ন্যাসীর নিকট স্বরূপাকে আনিলে, রাণী আসিয়া কন্যার বামহস্ত ধৃত করিলেন; উদাসীন ঝুলীর ভিতর হইতে ঔষধ বাহির করিয়া স্বরূপার প্রতি)

রাজ তনয়ে! আপনি বিলক্ষণরূপে এই দ্রব্যটি চর্ব্বণ করে ভক্ষণ করুন। মহাদেবের কৃপায় এখনি এই ব্যাধি বিনষ্ট হয়ে যাবে।

(স্বরূপা সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে ঔষধ লইয়া ভক্ষণ করিবামাত্র স্বরূপ প্রাপ্ত হইল।)

(রামাগণ উল্লাসে শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি এবং উদাসীনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল।)

(রাজা স্বরূপাকে লইয়া সন্ন্যাসীর প্রতি) হে মহাত্মন্! আজ

অবধি এই কন্যাতে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই, আপনিই ইহার অধিকারী হইলেন।

উদাসীন। মহারাজ! আমি কোন সময়ে বিজয় নগরে গিয়ে ছিলেম; দেখলাম তথাকার রাজকুমার দ্বিতীয় কুমারের ন্যায় রূপবান; গণেশের ন্যায় জ্ঞানবান্, সুধীর, সুশীল এবং যুবা, আমার মতে তিনিই এই পরম সুন্দরী সুরূপার ভর্ত্তা। আপনি সেই পাত্রের সহিতে তনয়ার বিবাহ কার্য্য ধার্য্য করিয়া কন্যাদায় হইতে বিমুক্ত হউন। পাত্রের নাম বিদ্যাচন।

রাজা। আপনি যে বিদ্যাচনের কথা কহিলেন, তিনি আমার কারাগারে আছেন।

উদা। না তবে তিনি নন্, অন্য কোন বিদ্যাচন হবে, তিনি কি কারাবাসের যোগ্য?

মন্ত্রী। ভগবন্! তিনি কারাবাসের যোগ্য নন্ বটে, কিন্তু কর্ম্ম বিপাকে তাঁর ভাগ্যে তাই ঘটেছে।

উদা। তাঁর এমন কি বিপাক উপস্থিত হয়েছিল যে, তিনি কারাবাস কর্‌ছেন?

মন্ত্রী। ভগবন্! এই রাজতনয়া পণ করেছিলেন, যিনি এক পক্ষ কাল উহাঁর পঞ্চদশ প্রকার পণ পরিপূরণ কর্‌তে পার্‌বেন, তাঁকেই উনি বরমাল্য দান কর্‌বেন; কিন্তু পণ পূরণে পরাঙ্মুখ হলে, তাঁকে কারাবাস কর্‌তে হবে। হে মহর্ষে! এই ব্যাপারে সেই বিদ্যাচন প্রভৃতি কত যে রাজা আর রাজনন্দনগণ কারাবাস কর্‌ছেন তা বলা যায় না।

উদা। মহারাজ! তবে ত উত্তমই হয়েছে; আপনি অবিলম্বে সমস্ত ভূপালগণকে কারামুক্ত করুন, আমি আগত কল্য সুরূপার সহিত বিদ্যাচনের বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন কোরে দিব।

রাজা। মহাত্মন্! আপনার আজ্ঞা আমার মস্তকের দ্বারা গ্রহণীয়, আপনি যে বিদ্যাচনের সহিত সুরূপার বিবাহ দিতে উদ্যত হয়েছেন, তাহা আমার প্রার্থনার বিষয়। আমি এখনি সমুদয় রাজগণকে কারামুক্ত কোরে, সেই বিদ্যাচনকে সম্মান সৎকারে আপনার নিকটে আনয়ন কোর্‌ব, আপনি ক্ষণেককাল সময় প্রদান করুন।

উদা। রাজন্! আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না, কল্য সমস্ত রাজন্য-গণ সমক্ষে বিদ্যাচনের সহিত সুরূপার উদ্বাহ কার্য্য যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাহ কোর্‌বো এখন আমি চল্লেম্।

রাজা। ভগবন্! আমার আলয়ান্তর্গত প্রমোদ কানন অতি মনোহর এবং নির্জ্জন, আপনি সেই স্থানে চলুন, আর রাজ সরোবরে যাবার আবশ্যক করেনা।

উদা। তবে সেই স্থানেই চলুন।

রাজা। যে আজ্ঞা, আমার পরম সৌভাগ্য। (সকলের প্রস্থান)

পট পতন। (ঐক্যতান বাদন)

দৃশ্য। (রাজপথ, তথা ঢেঁড়াওয়ালা ঢেড়াবাদ্যে)

বিজয়পুরাধিপতি মহারাজা শশবিন্দুর পুত্র যুবরাজ বিদ্যাচনের সহিত রাজতনয়া সুরূপার অদ্য শুভবিবাহ হইবে।

নগরবাসীগণ। ধন্য সেই সন্ন্যাসীকে, তিনি মনুষ্য নন্ কোন দেবতা টেবতা হবেন।

অন্যজন। তার আর কথা কি? তিনি রাজকন্যার যে রোগ আরাম করেছেন, তা শিবের অসাধ্য।

অপর জন। শুধু কি রাজকন্যা? নগরের কত লোকের কত রকম রোগ ভাল করেছেন, তার কি ঠিকানা আছে!!

অন্যজন। মশাই! আমার পরিবারের যে রকম শূলব্যথা ছিল তা বলা যায় না, কিন্তু মহাপুরুষের ওষুধ খেয়ে আজ দুদিন আর কোন যন্ত্রণা নাই।

অপর। আরে ভাই! আমাদের বাড়ির পাসে কলুদের গিন্নির যে রকম উদরী রোগ ছিল, তা বল্‌বার কথা নয়, ঠিক যেন মাগী দশ মেসে পোয়াতি; কিন্তু সন্ন্যাসীর ওষুদ্ খাবামাত্রেই যেন জলের জালা ফেঁসে গেল, আর তার তেমন পেট নাই, শুকয়ে এতটুকু হয়ে গ্যাছে!!

একজন ইতর। মশাই! আমার কপালে সন্ন্যাসীর ওষুদের কোন গুণ্ দেখ্‌লে না।

অন্য জন। কেরে, পাহাড়ি; তুই কিসের ওষুধ এনেছিলি?

পাহাড়ি। আজ্ঞে: আমার ছিরির পেট হয় না বলে, আজ তিন দিন হোল সন্নিসির ওষুদ্ খাইয়ে ছিলুম; কই এখন পর্য্যন্ত তো তার পেট্ কেট্ কিছুই হয়নি।

অন্যজন। আরে আবাগের ব্যাটা! খেতে খেতেই কি পেট হয়?

পাহাড়ি। মশাই সকলকার যদি খেতে খেতে হোল, তখন্ তার হবে না কেন?

অন্যজন। ওরে পাগল! "সবুরে মেওয়া ফলে"

পাহাড়ি। মশাই! তবে তোমার নেমন্তন্ন রৈল।

অন্য। কিসের নিমন্ত্রণ রে?

পাহাড়ি। ক্যান মশাই; মেওয়া খাবার?।

অন্য। ভাল ব্যাটা গাধা। যা, যা, আপনার কাজে যা।

পাহাড়ি। আজ্ঞে চল্লুম মশাই; পরনাম্। (সকলের প্রস্থান)

পট পতন।

দৃশ্য। রাজসভা তথা রাজা মন্ত্রী এবং সভ্যগণ প্রভৃতি সকলের উপবেশন।

উদাসীন রাজার প্রতি এবং আর আর সভ্যগণাদির প্রতি।

হে সভ্যগণ! আমি এই সভাস্থলে বরকন্যার মালা পরিবর্ত্তন করাইতে ইচ্ছা করি; অতএব মহারাজা স্বয়ং যাইয়া বর কন্যাকে এই স্থলে আনয়ন পূর্ব্বক উক্ত কার্য্য সমাধান করিয়া দর্শকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

রাজা। যে আজ্ঞা; আমি স্বয়ং যাইয়া উভয়কে আনয়ন করিতেছি। (প্রস্থান)

বরকন্যা লইয়া রাজার পুনঃ প্রবেশ।

(উদাসীন কন্যার প্রতি) সুরূপে! তুমি এই সভা মণ্ডলে সর্ব্বজন সমক্ষে যুবরাজ বিদ্যাচনকে বরমাল্য প্রদান কর;

(স্বরূপা সন্ন্যাসীর বাক্যে বিদ্যাচনের গলায় বর-মাল্য অর্পণ করিলে; অন্তপুরে মঙ্গল ধ্বনি)

(উদাসীন রাজার প্রতি) মহারাজ! আপনি বরকন্যাকে অন্তপুরে লয়ে যান। কাল মহেন্দ্রক্ষণে বরকন্যাকে বিদায় করিবেন।

রাজা যে আজ্ঞা বলিয়া অন্তঃপুরে বরকন্যা সহ গমন পূর্ব্বক স্বয়ং পুনরাগত হইয়া সভায় উপবিষ্ট হইলে পর নানাপ্রকার নৃতগীতাদি হইতে লাগিল।

(নৃত্যগীতাবসানে পট পতন। ঐক্যতান বাদন)

দৃশ্য। অন্তঃপুর; তথা বরকন্যা, রাণী, আর মহিলাগণ এবং রাজা।

রাজা বিদ্যাচন প্রতি।

বৎস! বিদ্যাচন! আমার এই প্রাণ সদৃশা প্রিয়তমা তনয়ারে অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ কোরো; যেন কোনরূপে স্বরূপার কষ্ট হয় না। বৎস! এই কন্যা ব্যতিরেকে আর আমার পুত্র কন্যাদি কিছুই নাই; অতএব অদ্য হইতে আমার যে কিছু বিভব আছে তাহা সমস্তই তোমার। আপাততঃ যৌতুক স্বরূপ অর্দ্ধ রাজত্ব তোমাকে দিলাম।

রাণী স্বরূপার প্রতি। বাছা স্বরূপে! মেয়ে হলেই পরের ঘরে যেতে হয়, স্ত্রীলোক পরাধীন, কাল অবধি তুমি বিদ্যাচনের অধীন হয়েছ। উনি তোমাকে যখন যা বলবেন্ তুমি তখনি তাই কোরবে। তোমার শ্বশুর শাশুড়ীকে সর্ব্বদা যত্ন করে সেবা করবে, আর সকলের সঙ্গে সংব্যবহার করবে। পতির আগে শয়ন বা ভোজন কোরোনা। গুরুজনের সঙ্গে তর্ক কোরোনা। খুব সাবধানে থাকবে যেন কোন রকমে তোমার কলঙ্ক হয় না।

রাজা জামাতার প্রতি। বৎস! মহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত; মহর্ষিকে প্রণাম কোরে গৃহে গমন কর।

(রাণী রাজার প্রতি) মহারাজ! মহর্ষিকে এইস্থানে আনয়ন করুন;

(রাজা রাণীর প্রতি) তিনি প্রাতঃকালে প্রস্থান করেছেন; তাঁকে উদ্দেশে প্রণাম করে বরকন্যা গৃহে গমন করুক।

বরকন্যা উদ্দেশে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া রাজা এবং রাণীকে প্রণাম করিল।

(অবলাগণ পুষ্প বৃষ্টি, শঙ্খ নাদ, হুলু ধ্বনি করিতে লাগিল)

কঞ্চুকীর প্রবেশ, কঞ্চুকী রাজার প্রতি। মহারাজ! বরকন্যার রথ প্রস্তুত।

রাজা জামাতার প্রতি। বৎস! তবে আগমন কর।

সর্ব্বাগ্রে রাজা, তৎপশ্চাৎ বিদ্যাচন, তৎপশ্চাৎ স্বরূপা,

তৎপশ্চাৎ রাণী, রাণীর পশ্চাতে আর আর রানাগণ শঙ্খ ও উলুধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান।

(পট পতন। তথা দীর্ঘ কাল বাদন)

দৃশ্য। বিজয় পুরের রাজ সভা তথা রাজার প্রতি মন্ত্রী।

মহারাজ! যুবরাজ বিদ্যাচনের এবং বুদ্ধিমানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনলেন্ তো? এখন বিচার করুন বিদ্যা শ্রেষ্ঠ কি বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ?

রাজা। অমাত্য! তুমি আমাকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট করলে! আজ অবধি আমার অর্দ্ধ রাজত্ব তোমার বুদ্ধিমানকে অর্পণ করলেম। (তূর্য্য ধ্বনি)

যবনিকা পতন।